টীকা-৪০. কাফির; হাশর ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, এ কারণে

টীকা-৪১. আমাদের জন্য রসূল বানিয়ে অথবা বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নুবূয়ত ও রিসালতের পক্ষে সাক্ষী করে

টীকা-৪২. তাঁরা নিজেরাই আমাদেরকে সংবাদ দিয়ে দিতেন যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল।

টীকা-৪৩. এবং তাদের অহংকার চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আর অবাধ্যতা সীমাতিক্রম করে গেছে। যেহেতু তারা মু'জিযাসমূহ প্রত্যক্ষ করার পরও ফিরিশতাদেরকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ করার এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখার প্রশ্ন তুলেছে।

রুকূ' - তিন

২১. এবং বললো তারা, যেসব লোক (৪০) আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, 'আমাদের নিকট ফিরিশ্‌তা কেন অবতারণ করা হলো না (৪১)? অথবা আমরা স্বয়ং আমাদের প্রতিপালককে দেখতাম (৪২)!' নিশ্চয় তারা আপন অন্তরে বড়ই অহংকার করেছে এবং গুরুতর অবাধ্যতায় এসেছে (৪৩)।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ أَوْ نَرٰى رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا ﴿٢١﴾

২২. যেদিন ফিরিশতাদেরকে দেখবে (৪৪) সেদিন অপরাধীদের কোন খুশীর দিন হবেনা (৪৫); এবং বলবে, 'হে আল্লাহ্! আমাদের ও তাদের মধ্যে এমন কোন আড়াল করে দাও, যা অন্তরায় হয় (৪৬)।'

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا ﴿٢٢﴾

২৩. এবং যা কিছু তারা কাজ করেছিলো (৪৭) আমি ইচ্ছা করে সেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধূলিকণার বিক্ষিপ্ত অণু-পরমাণু করে দিয়েছি, যা দিনের তীব্র রোদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় (৪৮)।

وَقَدِمْنَآ إِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا ﴿٢٣﴾

২৪. জান্নাতবাসীদের সেদিন উৎকৃষ্ট ঠিকানা (৪৯) এবং হিসাবের দ্বি-প্রহরের পর উৎকৃষ্ট আরামস্থল (হবে)।

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّأَحْسَنُ مَقِيْلًا ﴿٢٤﴾

২৫. এবং যেদিন বিদীর্ণ হবে আসমান মেঘপুঞ্জসহ এবং ফিরিশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে পরিপূর্ণভাবে (৫০)–

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ﴿٢٥﴾

২৬. সেদিন প্রকৃত বাদশাহী পরম দয়াময়ের এবং সেদিনটি কাফিরদের জন্য কঠিন (৫১)।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ۣالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ﴿٢٦﴾

টীকা-৪৪. অর্থাৎ মৃত্যুর দিন অথবা ক্বিয়ামতের দিন,

টীকা-৪৫. ক্বিয়ামত-দিবসে ফিরিশতাগণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ শুনাবেন এবং কাফিরদেরকে বলবেন, "তোমাদের জন্য কোন সুসংবাদ নেই।" হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, ফিরিশ্‌তারা বলবেন, "মু'মিনগণ ব্যতীত অন্য কারো জন্য বেহেশতে প্রবেশ করা বৈধ নয়।" এ কারণে সেদিন কাফিরদের জন্য অতীব অনুশোচনা ও অনুতাপ এবং দুঃখ ও দুর্দশার দিন হবে।

টীকা-৪৬. এই বাক্য দ্বারা তারা ফিরিশতাদের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

টীকা-৪৭. কুফর অবস্থায়, যেমন আত্মীয়তা রক্ষা, আতিথেয়তা ও দুঃস্থ-এতিমের সেবা ইত্যাদি,

টীকা-৪৮. না হাতে স্পর্শ করা যায়, না সেগুলোর ছায়া থাকে। অর্থ এ যে, সে সব কর্ম নিষ্ফল করে দেয়া হয়েছে, সেগুলোর কোন ভাল প্রতিদান নেই ও কোন উপকার নেই। কেননা, কর্মসমূহ গৃহীত হবার জন্য ঈমান হচ্ছে পূর্বশর্ত। তা তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলোনা। এরপর জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এরশাদ করা হচ্ছে–

টীকা-৪৯. এবং তাদের বিশ্রামস্থল ঐসব দাম্ভিক ও অহংকারী মুশরিকদের চেয়ে উচ্চ ও উন্নত, উত্তম ও শ্রেষ্ঠ।

টীকা-৫০. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, প্রথম আসমান বিদীর্ণ হবে এবং সেখানকার অবস্থানকারী (ফিরিশতাগণ) অবতীর্ণ হবেন এবং সংখ্যায় তাঁরা সমস্ত পৃথিবীবাসী অপেক্ষা অধিক হবেন; জিন্ ও ইন্‌সান সবার চেয়েও বেশী। অতঃপর দ্বিতীয় আসমান বিদীর্ণ হবে। সেখানকার অধিবাসীরা অবতীর্ণ হবেন। তাঁরা সংখ্যায় প্রথম আসমানবাসীগণ এবং জিন্ ও ইন্‌সান– সবার চেয়েও অধিক। এভাবে আসমান বিদীর্ণ হতে থাকবে এবং প্রত্যেক আসমানের অধিবাসীর সংখ্যা সেটার নিম্নবর্তীদের চেয়ে অধিক হবে। শেষ পর্যন্ত সপ্তম আসমান বিদীর্ণ হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য ফিরিশতাগণ অবতীর্ণ হবেন। অতঃপর আরশ বহনকারীগণ। আর এটা ক্বিয়ামত-দিবসেই সংঘটিত হবে।

টীকা-৫১. এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহক্রমে, মুসলমানদের জন্য সহজ। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন মুসলমানদের জন্য সহজ করা হবে।

এমন কি তা তাদের জন্য এক ফরয নামায অপেক্ষাও সহজ হবে, যা দুনিয়ায় সে পড়েছিলো।

টীকা-৫২. দুঃখ ও লজ্জায়। এ অবস্থা যদিও কাফিরদের জন্যও প্রযোজ্য, কিন্তু 'উক্ববা ইবনে আবী মু'ঈতের সাথেই তা বিশেষভাবে সম্পর্কিত।

শানে নুযূলঃ ' উক্ববা ইবনে আবী মু'ঈত উবাই ইবনে খালাফের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলো। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন বিধায় সে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্'র সাক্ষ্য দিয়েছিলো। অতঃপর উবাই ইবনে খালাফ চাপ সৃষ্টি করলে সে পুনরায় 'মুরতাদ' (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলো এবং বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সে নিহত হবে বলে ঘোষণা করলেন। সুতরাং সে বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলো। এ আয়াত তারই প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের দিন তার চরম পর্যায়ের অনুতাপ ও অনুশোচনা হবে। এ অনুতাপের মধ্যে সে নিজের হাত নিজেই চর্বণ করবে।

টীকা-৫৩. অর্থাৎ জান্নাত ও নাজাত লাভের পথ; আর যদি তাঁদেরই অনুসরণ করতাম! এবং তাঁদেরই হিদায়ত (পথ-নির্দেশ) গ্রহণ করে নিতাম!

টীকা-৫৪. অর্থাৎ ক্বোরআন ও ঈমান থেকে।

টীকা-৫৫. এবং বালা-মুসীবত ও শাস্তি আপতিত হবার সময় তার নিকট থেকে পৃথক হয়ে যায়। হযরত আবূ হোরায়রাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে আবূ-দাঊদ ও তিরমিযীর মধ্যে একটা হাদীস বর্ণিত হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের উপর থাকে। সুতরাং তার লক্ষ্য করা উচিৎ যে, কাকে সে বন্ধুরূপে গ্রহণ করছে!" হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু থেকে বর্ণিত, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "উঠাবসা করোনা, কিন্তু ঈমানদারের সাথে এবং আহার করিয়োনা, কিন্তু খোদাভীরুকে।"

মাসআলাঃ বে-দ্বীন ও ভ্রান্তপথের পথিকের বন্ধুত্ব ও তার সঙ্গ অবলম্বন করা, তার সাথে মেলামেশা করা, ভালবাসা রাখা এবং তাকে সম্মান দেখানো নিষিদ্ধ।

টীকা-৫৬. কেউ কেউ সেটাকে 'যাদুমন্ত্র' বলেছে, কেউ কেউ 'কবিতা' বলেছে এবং ওসব লোক ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা হুযূরকে শান্তনা দিলেন এবং তাঁকে সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। যেমন, সামনে এরশাদ হচ্ছে-

টীকা-৫৭. অর্থাৎ নবীগণের সাথে হতভাগা লোকদের এমনই আচরণ চলতে থাকে।

২৭. এবং যেদিন যালিম নিজ হস্তদ্বয় চিবিয়ে ফেলবে (৫২), বলবে, 'হায়, কোন প্রকারে আমি যদি রসূলের সাথে পথ অবলম্বন করতাম (৫৩)!

২৮. হায়, দুর্ভোগ আমার! হায়, কোনমতে আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম!

২৯. নিশ্চয় সে আমাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আমার নিকট আগত উপদেশ থেকে (৫৪)।' এবং শয়তান মানুষকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় (৫৫)।

৩০. এবং রসূল আরয করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমার সম্প্রদায় এ ক্বোরআনকে পরিত্যাজ্যরূপে স্থির করে নিয়েছে (৫৬)।'

৩১. এবং এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করে দিয়েছিলাম অপরাধী লোকদেরকে (৫৭) এবং আপনার প্রতিপালক যথেষ্ট পথ-প্রদর্শন ও সাহায্য দানের জন্য।

৩২. এবং কাফিরগণ বললো, 'ক্বোরআন তাঁর উপর একবারে কেন অবতারণ করা হলো না (৫৮)?' আমি এভাবেই ক্রমশঃ সেটা অবতীর্ণ করেছি, এ জন্য যে, তা'দ্বারা আপনার হৃদয়কে মজবুত করবো (৫৯) এবং আমি সেটাকে থেমে

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾

يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

টীকা-৫৮. যেমন তাওরীত, যাবূর ও ইঞ্জীল-এর মধ্যে প্রত্যেকটা কিতাব একবারেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। কাফিরদের এ আপত্তি উত্থাপন করা সম্পূর্ণরূপে অযথা ও অর্থহীন। কেননা, ক্বোরআন করীমের মু'জিযা ও প্রামাণ্য হওয়ার বিষয়টা সর্বাবস্থায় এক সমান- চাই একবারেই অবতীর্ণ হোক, কিংবা ক্রমান্বয়ে; বরং ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ হবার মধ্যে সেটার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অসম্ভব হওয়াটা আরো অধিক পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ পায়। কারণ, যখন একটা আয়াত অবতীর্ণ করা হলো এবং মুকাবিলার জন্য চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা হলো, আর সেটার সদৃশ রচনা করার ক্ষেত্রে সৃষ্টির অক্ষমতাও প্রকাশ পেলো; অতঃপর দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হলো- এভাবে সেটার সাথেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৃষ্টির অক্ষমতা প্রকাশ পেলো। অনুরূপভাবে, বরাবরই আয়াত-আয়াত করে পবিত্র ক্বোরআন নাযিল হতে থাকলো। প্রত্যেক বারেই সেটা অতুলনীয় হওয়া ও সেটার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সৃষ্টির অক্ষমতা প্রকাশ পেতে থাকলো। মোটকথা, কাফিরদের এ আপত্তি উত্থাপন নিছক অযথা ও অর্থহীন। আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করার হিকমত ও রহস্যের কথা প্রকাশ করছেন।

টীকা-৫৯. এবং ঐশী-পয়গামের পরম্পরা অব্যাহত থাকার কারণে আপনার বরকতময় হৃদয়ে শান্তি আসতে থাকবে আর কাফিরদেরকে প্রত্যেকটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দেয়া অব্যাহত থাকবে।

তাছাড়া, এ উপকারও রয়েছে যে, সেটা হেফ্য (কণ্ঠস্থ) করা সহজসাধ্য হয়।

টীকা-৬০. হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামের মুখে অল্প অল্প করে বিশ অথবা তেইশ বৎসরকালে, অথবা অর্থ এ যে, 'আমি আয়াতের পর আয়াত ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছি।' কেউ কেউ বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তেলাওয়াত করার মধ্যে থেমে থেমে প্রশান্ত চিত্তে পাঠ করার এবং ক্বোরআন শরীফ তেলাওয়াতের নিয়মাবলী যথাযথভাবে পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন– অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে– وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ; অর্থাৎ "ক্বোরআন শরীফকে সেটার তেলাওয়াতের নিয়মাবলীর প্রতি খুব লক্ষ্য রেখে পাঠ করো।"

টীকা-৬১. অর্থাৎ মুশরিকগণ আপনার দ্বীনের বিরুদ্ধে অথবা আপনার নবূয়তের মধ্যে কলঙ্ক সৃষ্টিকারী কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেনা।

টীকা-৬২. হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, মানুষ ক্বিয়ামতের দিন তিনভাবে উত্থিত হবে– এক দল আরোহিত অবস্থায়; এক দল পদব্রজে এবং এক দল মুখমণ্ডলের উপর ভর করে হিঁচড়াতে হিঁচড়াতে। আরয করা হলো, "হে আল্লাহ্র রসূল (সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম)! তারা মুখমণ্ডলের উপর ভর করে কীভাবে চলবে?" এরশাদ ফরমান, "যিনি পায়ের উপর ভর করা অবস্থায় চলাফেরা করিয়েছেন, তিনিই মুখমণ্ডলের উপর ভর করা অবস্থায় চলাবেন।"

টীকা-৬৩. অর্থাৎ ফিরআউন-সম্প্রদায়ের প্রতি; সুতরাং ঐ হযরতদ্বয় তাদের প্রতি গেলেন এবং তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখালেন ও আপন রিসালতের বাণী পৌঁছিয়ে দিলেন। কিন্তু ঐ হতভাগারা তাঁদেরকে অস্বীকার করলো।

টীকা-৬৪. -ও ধ্বংস করে দিয়েছি।

টীকা-৬৫. অর্থাৎ হযরত নূহ, হযরত ইদ্রীস এবং হযরত শীস (আলায়হিমুস্ সালাম)-কে। অথবা কথা এ যে, এক রসূলকে অস্বীকার করা সমস্ত রসূলকে অস্বীকার করার শামিল। সুতরাং যখন তারা হযরত নূহ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করলো, তখন তারা সমস্ত রসূলকেই অস্বীকার করলো।

টীকা-৬৬. যাতে পরবর্তীদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা হয়।

টীকা-৬৭. এবং 'আদ' হচ্ছে হযরত হূদ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়। আর 'সামূদ' হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়। এসম্প্রদায় দু'টিকেও ধ্বংস করেছি।

টীকা-৬৮. এরা হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায় ছিলো; যারা মূর্তিপূজা করতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামকে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন। তারা অবাধ্যতা প্রদর্শন করলো, হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করলো এবং তাঁকে কষ্ট দিলো।

আর ঐসব লোকের ঘরগুলো কূপের আশেপাশেই ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন। আর সমস্ত সম্প্রদায় আপন বসতস্থানগুলোসহ উক্ত কূপ সহকারে ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বসে গেলো।

এতদ্ব্যতীত আরো কতিপয় অভিমত রয়েছে।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ 'আদ, সা'মূদ এবং কূপবাসীদের অন্তর্বর্তীকালে আরো বহু সম্প্রদায় ছিলো। তাদেরকেও নবীগণকে অস্বীকার করার কারণে আল্লাহ্ তা'আলা ধ্বংস করেছেন।

থেমে পাঠ করেছি (৬০)।

৩৩. এবং তারা কোন উপমা আপনার নিকট আনবেনা (৬১), কিন্তু আমি সত্য ও তদপেক্ষা উত্তম বিবরণ নিয়ে আসবো।

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْنٰكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا ۝٣٣

৩৪. ঐসব লোক, যাদেরকে মুখের উপর ভর করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে; তাদের ঠিকানা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট (৬২) এবং তারা হচ্ছে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّاَضَلُّ سَبِيْلًا ۝٣٤

রুকূ' – চার

৩৫. এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দান করেছি এবং তার ভাই হারূনকে উযীর করেছি;

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا ۝٣٥

৩৬. অতঃপর আমি বলেছি, 'তোমরা দু'জন যাও ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি, যারা আমার নিদর্শনগুলোকে অস্বীকার করেছে (৬৩)।' অতঃপর আমি তাদেরকে বিধ্বস্ত করে ধ্বংস করে দিয়েছি।

فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ؕ فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا ۝٣٦

৩৭. এবং নূহের সম্প্রদায়কে (৬৪), যখন তারা রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (৬৫), আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করেছি এবং ঐসব লোকের জন্য নিদর্শন করেছি (৬৬); এবং আমি যালিমদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً ؕ وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣٧

৩৮. এবং 'আদ, সা'মূদ (৬৭) ও 'কূপ-বাসীদের'কে (৬৮) এবং তাদের মধ্যবর্তীকালের বহু সম্প্রদায়কে (৬৯)।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا۠ وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْنًاۢ بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۝٣٨

টীকা-৭০. এবং প্রমাণসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছি এবং তাদের মধ্যে কাউকেও পূর্বে সতর্ক করা ব্যতীত ধ্বংস করিনি;

টীকা-৭১. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ তাদের ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরকালে বারংবার

টীকা-৭২. ঐ জনপদ দ্বারা 'সাদূম' বুঝানো হয়েছে, যা লূত সম্প্রদায়ের পাঁচটা বস্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় বস্তি ছিলো। তন্মধ্যে, সর্বাপেক্ষা ছোট বস্তির লোকেরাই ঐ অপকর্মে লিপ্ত হয়নি যে কাজে অপর চারটা বস্তির বাসিন্দারাই লিপ্ত হয়েছিলো। এ কারণে, এরা (ছোট বস্তির বাসিন্দারা) রক্ষা পেয়েছে আর অপর চার বস্তির লোকদেরকে তাদের অপকর্মের কারণে আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।

টীকা-৭৩. যার ফলশ্রুতিতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং ঈমান আনতো।

টীকা-৭৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবার বিষয়টাকে স্বীকার করতো না, যাতে আখিরাতের সাওয়াব ও শাস্তির তারা তোয়াক্কা করতো!

টীকা-৭৫. এবং বলে

টীকা-৭৬. এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত (ইসলামের প্রতি আহ্বান) ও তাঁর মু'জিযাসমূহ প্রকাশ করা কাফিরদের মধ্যে এতই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিলো এবং সত্য ধর্মকেও এতই সুস্পষ্ট করে দিয়েছিলো যে, খোদ্ কাফিরগণ এ কথা স্বীকার করেছিলো যে, 'যদি তারা তাদের হঠকারিতার উপর অবিচলিত না থাকতো, তবে এ কথার খুব সম্ভাবনা ছিলো যে, তারা মূর্তিপূজা বর্জন করতো এবং দ্বীন-ই-ইসলাম গ্রহণ করতো।' অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের সত্যতা তাদের নিকট খুবই স্পষ্ট হয়েছিলো এবং সর্বপ্রকার সন্দেহই দূরীভূত করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা ও জেদের কারণে বঞ্চিত থেকে গেলো।

টীকা-৭৭. পরকালে

টীকা-৭৮. এটা এরই জবাব যে, কাফিরগণ বলেছিলো, "এরই উপক্রম ছিলো যে, তিনি আমাদেরকে আমাদের খোদাগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন।" এখানে বলা হয়েছে যে, পথভ্রষ্ট হয়েছো তোমরা নিজেরাই। আখিরাতে একথা তোমাদের ভালভাবে জানা হয়ে যাবে। আর রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি 'পথভ্রষ্ট করা'র সম্বন্ধ রচনা করা নিতান্তই অমূলক।

টীকা-৭৯. এবং স্বীয় নাফসের কুপ্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনারই উপাসনা করতে থাকে; সেটারই অনুগত হয়ে বসেছে। তারা 'হিদায়ত' কীভাবে গ্রহণ করবে? বর্ণিত হয় যে, অন্ধকার যুগের লোকেরা একটা পাথরের পূজা করতো। আর যখন এর চেয়েও অন্য কোন ভাল পাথর তাদের দৃষ্টিগোচর হতো,তখন পূর্ববর্তী পাথরটা ফেলে দিতো এবং অপর পাথরটার পূজা আরম্ভ করতো।

টীকা-৮০. যে, তার মনের কুপ্রবৃত্তি-পূজাকে রুখে দেবেন?

টীকা-৮১. অর্থাৎ তারা তাদের জঘন্য একগুঁয়েমীর কারণে না আপনার বাণী শ্রবণ করছে, না সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণাদি অনুধাবন করছে; বরং বধির ও অবুঝ সেজে বসেছে।

টীকা-৮২. কেননা, চতুষ্পদ পশুও আপন প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহত্ব বর্ণনা করে আর যে তাকে খেতে দেয় তার অনুগত হয়ে থাকে; অনুগ্রহকারীকে

৩৯. এবং আমি সবার জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেছি (৭০); এবং সবাইকে ধ্বংস করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০. এবং নিশ্চয় এরা (৭১) অতিক্রম করে এসেছে এমন জনপদকে যার উপর অকল্যাণের বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো (৭২), তবে কি তারা সেটা দেখতো না (৭৩)? বরং তাদের মধ্যে জীবিত হয়ে উত্থিত হবার আশা ছিলোই না (৭৪)।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾

৪১. এবং যখন তারা আপনাকে দেখে তখন আপনাকে স্থির করেনা, কিন্তু ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র (৭৫)- 'ইনিই কি তিনি, যাঁকে আল্লাহ্ রসূল করে প্রেরণ করেছেন?'

وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾

৪২. এরই উপক্রম ছিলো যে, তিনি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যগুলো থেকে দূরে সরিয়ে দিতেন, যদি আমরা সেগুলোর উপর অটল না থাকতাম (৭৬); এবং তারা শীঘ্রই জানতে পারবে যেদিন শাস্তি দেখবে (৭৭) যে, কে পথভ্রষ্ট ছিলো (৭৮)!

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾

৪৩. আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে আপন কামনা-বাসনাকেই আপন খোদা স্থির করে নিয়েছে (৭৯)? তবুও কি আপনি তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেবেন (৮০)?

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾

৪৪. অথবা একথা মনে করছেন যে, তাদের মধ্যে অনেকে কিছু শুনে কিংবা বুঝে (৮১)? তারা তো নয়, কিন্তু যেমন চতুষ্পদ পশু, বরং সেগুলোর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট পথভ্রষ্ট (৮২)।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

চিনে; কষ্টদাতাকে ভয় করে, উপকারীকে তালাশ করে, অপকারী থেকে বেঁচে থাকে এবং চারণভূমির রাস্তাগুলো চিনে। কিন্তু এ কাফিরগণ এগুলোর চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা না প্রতিপালকের আনুগত্য করে, না তাঁর অনুগ্রহ চিনতে পারে, না শয়তানের মতো মহাশত্রুর অনিষ্ট বুঝতে পারে, না সাওয়াবের মতো মহা উপকারী বস্তুর অনুসন্ধান করে, না শাস্তির মতো ক্ষতিকর ও ধ্বংসকারী বস্তু থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

টীকা-৮৩. যে, তাঁর সৃষ্টিকৌশল ও ক্ষমতা কতোই আশ্চর্যজনক!

রুকূ' - পাঁচ

৪৫. হে মাহবূব (দঃ)! আপনি কি আপন প্রতিপালককে দেখেন নি (৮৩), তিনি কিভাবে সম্প্রসারিত করেন ছায়াকে (৮৪)? এবং তিনি যদি ইচ্ছা করতেন, তবে সেটাকে স্থির করে দিতেন (৮৫); অতঃপর আমি সূর্যকে সেটার উপর দলীল করেছি;

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾

৪৬. অতঃপর আমি ধীরে ধীরে সেটাকে নিজের দিকে গুটিয়ে নিয়েছি (৮৬)।

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾

৪৭. এবং তিনিই হন, যিনি রাতকে তোমাদের জন্য পর্দা করেছেন, নিদ্রাকে আরাম এবং দিনকে করেছেন জাগ্রত হবার জন্য (৮৭)।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾

৪৮. এবং তিনিই হন, যিনি বায়ু প্রেরণ করেছেন আপন অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে (৮৮); এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছি, যা পবিত্রকারী;

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

৪৯. যাতে আমি তা'দ্বারা জীবিত করি কোন মৃত শহরকে (৮৯) এবং তা পান করতে দিই স্বীয় সৃষ্টিকৃত বহু চতুষ্পদ জন্তু ও মানুষকে।

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

৫০. এবং নিশ্চয় আমি তাদের মধ্যে বৃষ্টি বর্ষণের পালা রেখেছি (৯০), যাতে তারা গভীরভাবে চিন্তা করে (৯১), অতঃপর অনেক লোক মানেনি, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

৫১. এবং আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক জনপদে একজন করে সতর্ককারী প্রেরণ করতাম (৯২)।

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا ﴿٥١﴾

৫২. সুতরাং তুমি কাফিরদের কথা মান্য করোনা এবং এ ক্বোরআনের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো– বড় জিহাদ।

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

৫৩. এবং তিনিই হন, যিনি দু'টি সমুদ্রকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন– এটা মিষ্ট, অতীব মধুর এবং এটা লোনা, অতীব তিক্ত; এবং উভয়ের মধ্যখানে এক অন্তরায় রেখেছেন এবং এক বাধা-প্রদানের অন্তরাল (৯৩)।

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٥٣﴾

টীকা-৮৪. 'সোব্‌হে সাদিক' উদিত হবার পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। যেহেতু এ সময়টার মধ্যে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে শুধু ছায়াই ছায়া থাকে; না রোদ থাকে, না থাকে অন্ধকার।

টীকা-৮৫. সূর্যোদয় হওয়া সত্ত্বেও তা দূরীভূত হতোনা।

টীকা-৮৬. যেহেতু, সূর্যোদয়ের পর সূর্য যতই উপরের দিকে উঠতে থাকে ছায়া ততই গুটাতে আরম্ভ করে।

টীকা-৮৭. যে, তাতে জীবিকা তালাশ করো এবং কার্যাদিতে রত হও। যেমন, হযরত লোকমান আপন সন্তানের উদ্দেশ্যে বলেন, "যেমনি ভাবে শয়ন করছো অতঃপর উঠছো, তেমনি মৃত্যুবরণ করবে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় (জীবিত হয়ে) উঠবে।"

টীকা-৮৮. এখানে 'রহমত' মানে 'বৃষ্টি'।

টীকা-৮৯. যেখানকার ভূ-খণ্ড শুষ্ক হয়ে প্রাণহীন হয়ে গেছে।

টীকা-৯০. যে, কখনো কোন এক শহরে বৃষ্টি হয়, কখনো আবার অন্য শহরে হয়। কখনো কোথাও অধিক বারিপাত হয়, কখনো আবার অন্য ধরণের হয়– খোদায়ী প্রজ্ঞার চাহিদানুসারে,

এক হাদীসে বর্ণিত হয় যে, আসমান থেকে রাত ও দিনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা সেটাকে যেই ভূ-খণ্ডের দিকে চান ফিরিয়ে থাকেন এবং যে জমিকেই ইচ্ছা করেন জলসিক্ত করেন।

টীকা-৯১. এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা ও অনুগ্রহের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করে।

টীকা-৯২. এবং আপনার উপর থেকে সতর্কীকরণের দায়িত্বভার হাল্কা করে দিতাম। কিন্তু আমি সমস্ত বস্তিকেই সতর্ক করার দায়িত্বভার আপনার উপর অর্পণ করেছি, যাতে আপনি সমগ্র জাহানের রসূল হয়ে সমস্ত রসূলের বৈশিষ্ট্যগুলোর ধারক হন এবং নবূয়তের ধারা আপনার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়, যেন আপনার পরে কোন নবী না হয়।

টীকা-৯৩. যাতে না মিষ্ট লোনা হয়, না লোনা মিষ্ট হয়, না কোনটা অন্যটার স্বাদ বদলাতে পারে; যেমন 'দিজলা' (টাইগ্রিস) নদীর পানি লবণাক্ত সাগরের ভিতর বহু মাইল পর্যন্ত চলে যায়; কিন্তু তার স্বাদে কোনরূপ পরিবর্তন আসেনা। কি আশ্চর্য শান আল্লাহ্‌র!

টীকা-৯৪. অর্থাৎ বীর্য থেকে

টীকা-৯৫. যাতে বংশীয় ধারা চলতে থাকে;

টীকা-৯৬. যে, তিনি এক বীর্য থেকে দু'ধরণের মানুষ সৃষ্টি করেছেন– পুরুষ ও নারী। তবুও কাফিরদের এ অবস্থা যে, এর উপর ঈমান আনেনা।

টীকা-৯৭. অর্থাৎ প্রতিমাগুলোকে;

টীকা-৯৮. প্রতিমার পূজা করা শয়তানকে সাহায্য প্রদানের নামান্তর।

টীকা-৯৯. ঈমান ও আনুগত্যের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতের

টীকা-১০০. কুফর ও অবাধ্যতার প্রতিফল স্বরূপ জাহান্নামের শাস্তির

টীকা-১০১. ইসলামের বাণী প্রচার ও উপদেশ দান করা

টীকা-১০২. এবং আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করুক। অর্থ এ যে, ঈমানদারদের ঈমান আনা এবং তাঁদের আল্লাহর ইবাদতে মশগুল হওয়াই হচ্ছে আমার প্রতিদান ও বিনিময়। কেননা, আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আমাকে এরপ্রতিদান দেবেন। একারণে, উম্মতের নেককার ব্যক্তিবর্গের ঈমান ও তাঁদের সৎকর্মসমূহের সাওয়াব তাঁরাও পেয়ে থাকেন। আর তাঁদের নবীগণও পান, যাঁদের হিদায়তপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা এ মর্যাদায় পৌঁছেছেন।

টীকা-১০৩. তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত। কেননা, মৃত্যুবরণকারীদের উপর ভরসা করা বিবেকবানদের কাজ নয়।

টীকা-১০৪. তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণা করো; তাঁর আনুগত্য ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

টীকা-১০৫. না তাঁর নিকট কারো পাপ গোপন থাকে, না কেউ তাঁর পাকড়াও থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

টীকা-১০৬. অর্থাৎ এতটুকু পরিমাণে; কেননা, রাত ও দিন এবং সূর্য তো ছিলোই না। আর এ পরিমাণ সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করা আপন সৃষ্টিকে আস্তে আস্তে ও স্থির চিত্তে কার্য সম্পাদনের শিক্ষা দানের জন্যই ছিলো। নতুবা তিনি একটা মাত্র মুহূর্তেই সবকিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম।

৫৪. এবং তিনিই হন, যিনি পানি থেকে (৯৪) সৃষ্টি করেছেন মানুষ, অতঃপর তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন (৯৫); এবং আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান (৯৬)।

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

৫৫. এবং আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কিছুরই তারা পূজা করে (৯৭), যা তাদের ভালমন্দ কিছুই করেনা; এবং কাফির আপন প্রতিপালকের বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য দেয় (৯৮)।

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۗ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

৫৬. এবং আমি আপনাকে প্রেরণ করিনি, কিন্তু (৯৯) সুসংবাদদাতা (১০০) এবং সতর্ককারী করে।

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٥٦﴾

৫৭. আপনি বলুন, 'আমি এ-(১০১)-র জন্য তোমাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় চাই না, কিন্তু যে ইচ্ছা করে সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক (১০২)!'

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

৫৮. এবং আপনি নির্ভর করুন ঐ চিরজীবী সত্তার উপর, যিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না (১০৩) এবং তাঁরই প্রশংসা করতে করতে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করুন (১০৪) এবং তিনিই যথেষ্ট, আপন বান্দাদের পাপসমূহ সম্পর্কে অবহিত (১০৫);

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾

৫৯. যিনি আসমান ও যমীন এবং যা কিছু সেগুলোর মধ্যখানে রয়েছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন (১০৬), অতঃপর আরশের উপর 'ইস্তিওয়া' করেছেন (সমাসীন হন– যেভাবে তাঁর জন্য শোভা পায়) (১০৭); তিনি বড়ই দয়াবান; সুতরাং কোন অবগতজনকে তাঁর প্রশংসা জিজ্ঞাসা করো (১০৮)।

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾

টীকা-১০৭. 'সালাফ' (ইসলামের প্রাথমিক তিনশ শতাব্দির ইমামগণ)-এর অনুসৃত পথ হচ্ছে এই– তাঁরা বলেন, "ইস্তিওয়া (إِسْتَوٰى) এবং এ ধরণের যেসব শব্দ এরশাদ হয়েছে, সেগুলোর উপর আমরা ঈমান রাখি এবং সেগুলোর প্রকৃতি জানার জন্য অগ্রসর হইনা। সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই জানেন।" কোন কোন তাফসীরকারক 'ইস্তিওয়া'-কে 'উন্নত ও উচ্চ মর্যাদা'-এর অর্থে নিয়ে থাকেন। কেউ কেউ 'সর্বাপেক্ষা উপরে'-এর অর্থে (নিয়ে থাকেন)। কিন্তু প্রথম ব্যাখ্যাটাই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য ও মজবুত।

টীকা-১০৮. এতে মানবজাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে যেন তারা 'পরম দয়ালু' যাতের গুণাবলী সম্পর্কে, খোদার যাত ও গুণাবলীর পরিচয়সম্পন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে।

টীকা-১০৯. অর্থাৎ যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদেরকে বলবেন,

টীকা-১১০. এতে তাদের উদ্দেশ্য এ যে, কে পরম দয়ালু তারা তা জানেনা; বস্তুতঃ এটা ভিত্তিহীন। এ কথা তারা একগুঁয়েমী করে বলেছিলো। কেননা, আরবী অভিধানের পণ্ডিত মাত্রই এ কথা ভালভাবে জানেন যে, رَحْمَان (রাহমান) শব্দের অর্থ 'পরম দয়াবান'। আর এটা আল্লাহ্ তা'আলারই গুণবাচক নাম।

টীকা-১১১. অর্থাৎ সাজদার নির্দেশ তাদের জন্য ঈমান থেকে আরো অধিক দূরত্বের কারণ হয়েছে।

টীকা-১১২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, بُرُوج (কক্ষপথ) দ্বারা প্রদক্ষিণকারী ঐ সপ্ত নক্ষত্রের 'মান্‌যিল' (তিথি)সমূহ বুঝানো হয়েছে, যেগুলোর সংখ্যা বারোটিঃ ১) মেষ, (২) বৃষ, ৩) মিথুন, ৪) কর্কট, ৫) সিংহ, ৬) কন্যা, ৭) তুলা, ৮) বৃশ্চিক, ৯) ধনু, ১০) মকর, ১১) কুম্ভ এবং ১২) মীন।

৬০. এবং যখন তাদেরকে বলা হয় (১০৯), 'পরম দয়াবানকে সাজদা করো।' তখন তারা বলে, 'পরম দয়াবান কি? আমরা কি সাজদা করে নেবো যাকেই আপনি সাজদা করতে বলেন?' (১১০) এবং এ নির্দেশ তাদের বিমুখতাকে আরো বৃদ্ধি করেছে (১১১)।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩ ﴿٦٠﴾

রুকূ' – ছয়

৬১. বড় মঙ্গলময় তিনি, যিনি আসমানে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছেন (১১২) এবং সেগুলোর মধ্যে প্রদীপ স্থাপন করেছেন (১১৩) আর জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

تَبٰرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرٰجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٦١﴾

৬২. এবং তিনিই হন, যিনি রাত ও দিনের পরিবর্তন রেখেছেন (১১৪), তারই জন্য, যে মনোযোগ দিতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ইচ্ছা করে।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

৬৩. এবং পরম দয়াবানের ঐ বান্দাগণ, যারা ভূ-পৃষ্ঠে ধীরগতিতে চলাফেরা করে (১১৫) এবং যখন অজ্ঞব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলে (১১৬) তখন বলে, 'ব্যাস্ সালাম (১১৭)।'

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُونَ قَالُوا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

৬৪. এবং ঐসব লোক, যারা রাত অতিবাহিত করে আপন প্রতিপালকের জন্য সাজদা ও ক্বিয়ামের মধ্যে (১১৮)।

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيٰمًا ﴿٦٤﴾

৬৫. এবং ঐসব লোক, যারা আরয করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের দিক থেকে

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

টীকা-১১৩. এখানে 'প্রদীপ' দ্বারা 'সূর্য' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১১৪. অর্থাৎ উভয়ের প্রত্যেকটা একটার পর অপরটা আসে এবং সেটার স্থলাভিষিক্ত হয়। সুতরাং যার কোন 'কর্ম' রাত কিংবা দিন কোনটাতেই 'কাযা' হয়ে যায়, তবে তা সে অপরটায় সম্পন্ন করতে পারে। অনুরূপ, বলেছেন হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এবং রাত ও দিন একটা অপরটার পর আসা এবং স্থলাভিষিক্ত হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও প্রজ্ঞারই প্রমাণ।

টীকা-১১৫. প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য সহকারে বিনীত অবস্থার সাথে; না অহংকার সুলভ উপায়ে জুতা দ্বারা খট্ খট্ শব্দ করে, না সজোরে পদাঘাত করে, না অহংকার করে কারণ, সেগুলো অহংকারীদেরই কাজ। শরীয়ত তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

টীকা-১১৬. এবং কোন অশোভন শব্দ অথবা অনর্থক কিংবা শিষ্টাচার ও সভ্যতার পরিপন্থী কথা বলে,

টীকা-১১৭. এটা হচ্ছে পরস্পর বিচ্ছিন্নতার 'সালাম'। অর্থাৎ মূর্খ লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করা থেকে বিরত থাকেন। অথবা অর্থ এ যে, এমন কথা বলেন, যা শুদ্ধ হয় এবং এর মধ্যে উৎপীড়ন ও পাপ থেকে নিরাপদ থাকেন। হযরত হাসান বসরী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, "এ তো ঐসব বান্দার দিবাকালীন অবস্থা। আর তাদের রাত্রিকালীন অবস্থার বর্ণনা সামনে আসছে।" অর্থ এ যে, তাঁদের সামাজিক জীবন এবং সৃষ্টির সাথে মেলামেশা এমন পবিত্র। আর তাঁদের একাকী জীবন ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অবস্থা হচ্ছে এই, যা সামনে বর্ণনা করা হচ্ছে–

টীকা-১১৮. অর্থাৎ নামায ও ইবাদতের মধ্যে রাত্রি জাগরণ করে থাকেন এবং রাত আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অতিবাহিত করেন। আর আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আপন অনুগ্রহে অল্প ইবাদতকারীদেরকেও রাত্রি জাগরণের সাওয়াব দান করেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন যে, যে কেউ এশার নামাযের পর দু'রাক'আত অথবা অধিক নফল নামায আদায় করে সে রাত্রি জাগরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম শরীফে হযরত ওসমান গণী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, যে কেউ এশার নামায জামা'আত সহকারে আদায় করেছে সে অর্দ্ধরাত ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করার সাওয়াব লাভ করেছে এবং যে ফজরের নামাযও জামা'আত সহকারে সম্পন্ন করেছে সে সারা রাত্রি ইবাদতকারীর মতোই।

টীকা-১১৯. অর্থাৎ অনিবার্য, পৃথক হবার নয়। এ আয়াতে ঐসব বান্দার রাত্রি জাগরণ এবং ইবাদতের কথা উল্লেখ করার পর তাঁদের এই দো'আ প্রার্থনার বিবরণ দিয়েছেন। এ'তে এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, তাঁরা অধিক ইবাদত করা সত্ত্বেও অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলার ভয় রাখেন এবং তাঁরই দরবারে সবিনয় কান্নাকাটি করেন।

টীকা-১২০. ' اســــراف ' (অপব্যয়) বলা হয় পাপকার্যাদিতে ব্যয় করাকে। জনৈক বুযর্গ বললেন, "অপব্যয়ে কোন মঙ্গল নেই।" অপর বুযর্গ বললেন, "সৎকর্মে অপব্যয়ই নেই।" আর 'কার্পণ্য করা' হচ্ছে এ যে, আল্লাহ্ তা'আলার নির্দ্ধারিত প্রাপ্যগুলো সম্পাদন করার মধ্যে হ্রাস করা। এটাই হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কারো প্রাপ্যে বাধা দিয়েছে, সে 'কার্পণ্য' করেছে। আর যে ব্যক্তি অন্যায় পথে ব্যয় করেছে সেই 'অপব্যয়' করেছে। এখানে ঐসব বান্দার ব্যয়ের কথা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাঁরা অপব্যয় ও কার্পণ্য করার মধ্যে উভয় প্রকারের ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকেন।

টীকা-১২১. আবদুল মালিক ইবনে মারোয়ান হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তাঁর কন্যার বিবাহের সময়কার ব্যয়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "সৎকর্ম হচ্ছে- দুটি মন্দকর্মের মাঝখানে।" এর অর্থ হচ্ছে এ যে, ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করাও সৎকর্মের শামিল। আর তা হচ্ছে- অপব্যয় ও কার্পণ্যের মাঝামাঝি; কারণ, উভয়টিই হচ্ছে- মন্দ কাজের শামিল। এ থেকে আবদুল মালিক বুঝতে পারলেন যে, তিনি এ আয়াতেরই বিষয়বস্তুর দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছেন।

তাফসীরকারকদের অভিমত হচ্ছে- এ আয়াতের মধ্যে যে সব হযরতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন- বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের শীর্ষস্থানীয় সাহাবা; যাঁরা না আনন্দ উপভোগের জন্য আহার করতেন, না সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা প্রদর্শনের জন্য পরিধান করতেন। ক্ষুধা নিবারণ, সতর ঢাকা এবং শীত ও গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া- এ টুকুই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো।

টীকা-১২২. শির্ক থেকে পবিত্র ও অসন্তুষ্ট

টীকা-১২৩. এবং তাকে খুন করা বৈধ করেন নি। যেমন মু'মিন ও চুক্তিবদ্ধ; তাকে

টীকা-১২৪. এবং সৎকর্মপরায়ণদের সাথে ঐসব কবীরাহ্ গুনাহ্র সম্পর্ক না থাকার কথা ঘোষণা করার মধ্যে ঐসব কাফিরেরই প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা ঐসব অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে।

عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾

ফিরিয়ে দিন জাহান্নামের শাস্তিকে; নিশ্চয় সেটার শাস্তি হচ্ছে গলার শৃঙ্খল (১১৯)।'

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾

৬৬. নিশ্চয় সেটা অতি নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল।

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

৬৭. এবং ঐসব লোক যে, তারা যখন ব্যয় করে তখন না সীমাতিক্রম করে এবং না কার্পণ্য করে (১২০) এবং সেই দু'টির মাঝখানে মধ্যপন্থায় থাকে (১২১)।

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾

৬৮. এবং ঐসব লোক, যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কোন উপাস্যের পূজা করেনা (১২২) এবং ঐ প্রাণকে, যার রক্তপাত আল্লাহ্ হারাম করে দিয়েছেন (১২৩), অন্যায়ভাবে হত্যা করেনা এবং ব্যভিচার করেনা (১২৪); এবং যে এ কাজ করবে সে শাস্তি পাবে।

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾

৬৯. বর্দ্ধিত করা হবে তার উপর শাস্তিকে ক্বিয়ামতের দিনে (১২৫) এবং স্থায়ীভাবে সেটার মধ্যে লাঞ্ছনার সাথে থাকবে;

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٠﴾

৭০. কিন্তু যে ব্যক্তি তাওবা করবে (১২৬) এবং ঈমান আনবে (১২৭) আর সৎকাজ করবে (১২৮), তবে এমন লোকদের মন্দকাজগুলোকে আল্লাহ্ সৎকর্মসমূহে পরিবর্তিত করে দেবেন (১২৯); এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

৭১. এবং যে তাওবা করেছে ও সৎকাজ করেছে, তবে সে আল্লাহ্র দিকেই তেমনিভাবে

টীকা-১২৫. অর্থাৎ তারা শির্কের শাস্তিতে লিপ্ত হবে এবং ঐসব অপকর্মের শাস্তিকে এ শাস্তির উপর বর্ধিত করা হবে।

টীকা-১২৬. শির্ক ও কবীরাহ্ গুনাহ্সমূহ থেকে,

টীকা-১২৭. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর

টীকা-১২৮. অর্থাৎ তাওবার পর সৎকর্ম অবলম্বন করে।

টীকা-১২৯. অর্থাৎ অসৎকর্ম করার পর সৎকর্মের তৌফিক দিয়ে; অথবা এ অর্থ যে, পাপাচারসমূহকে তাওবা দ্বারা নিশ্চিহ্ন করে দেবেন এবং সেগুলোর স্থলে ঈমান ও ইবাদত ইত্যাদি সৎকার্যাদি লিপিবদ্ধ করে দেবেন। (মাদারিক)

মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, "ক্বিয়ামত-দিবসে এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, ফিরিশতাগণ আল্লাহ্‌র নির্দেশে তার ছোটখাটো গুনাহ্ একেকটা করে তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকবেন। আর সেও তা স্বীকার করতে থাকবে এবং সে তার বড় গুনাহ্গুলোও পেশ করা হবে কিনা সেই ভয়ে আতঙ্কিত থাকবে। এরপর বলা হবে, "প্রত্যেক অপকর্ম ক্ষমা করে সেটার পরিবর্তে সৎকর্মের সাওয়াব দান করা হলো।" এটা বর্ণনা করার সময় বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার করুণা ও তাঁর দয়ার অবস্থা দেখে আনন্দিত হলেন এবং পবিত্রতম চেহারার উপর খুশীতে মুচকি হাসির চিহ্ন উদ্ভাসিত হলো।

টীকা-১৩০. এবং মিথ্যুকদের মজলিশ থেকে পৃথক থাকে এবং তাদের সাথে মেলামেশা করেনা;

প্রত্যাবর্তন করেছে যেমনভাবে করা উচিৎ ছিলো।

৭২. এবং যেসব লোক মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না (১৩০); এবং যখন অনর্থক কার্যকলাপের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা স্বীয় সম্মানকে রক্ষা করেই অতিক্রম করে (১৩১)।

৭৩. এবং ঐসব লোক যারা এমনি যে, যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, তখন সেগুলোর উপর (১৩২) বধির-অন্ধ হয়ে পতিত হয়না (১৩৩)।

৭৪. এবং যারা আরয করে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করো—আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে চক্ষুসমূহের শান্তি (১৩৪) এবং আমাদেরকে পরহেযগারদের আদর্শ করুন (১৩৫)!

৭৫. তারা জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাসাদ পুরস্কারস্বরূপ লাভ করবে— প্রতিদান স্বরূপ তাদের ধৈর্যের এবং সেখানে অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করা হবে (১৩৬)।

৭৬. তারা সেটার মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকবে। কতই উৎকৃষ্ট অবস্থান ও বসবাসের স্থান!

৭৭. আপনি বলুন (১৩৭), 'তোমাদের কোন মর্যাদা নেই আমার প্রতিপালকের নিকট যদি তোমরা তাঁর ইবাদত না করো; অতঃপর তোমরা তো অস্বীকার করেছিলে (১৩৮) সুতরাং অবিলম্বে ঐ শাস্তি হবে যা জড়িয়ে থাকবে— (১৩৯)।' ★

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاۗؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

রুকূ'

টীকা-১৩১. এবং নিজেকে খেলাধূলা ও অনর্থক কার্যকলাপে জড়িত করেনা, বরং এমন সব মজলিশ থেকে বিমুখ থাকে।

টীকা-১৩২. অসাবধানতাবশতঃ

টীকা-১৩৩. যে, চিন্তা-ভাবনা করেনা, অনুধাবন করেনা; বরং মনোযোগ সহকারে শুনে, অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা দেখে সেই নসীহত থেকে উপদেশ গ্রহণ করে, উপকার লাভ করে এবং ঐ আয়াতসমূহের প্রতি অনুগত বেশে ঝুঁকে পড়ে।

টীকা-১৩৪. অর্থাৎ আনন্দ-আহলাদ। অর্থ এ যে, আমাদেরকে স্ত্রীসমূহ ও সন্তান-সন্ততি সৎ ও খোদাভীরুই দান করুন; যাতে তাদের সৎকাজ এবং আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি তাদের আনুগত্য দেখে আমাদের চক্ষুসমূহে শান্তি লাভ হয় এবং অন্তরে খুশীর সঞ্চার হয়।

টীকা-১৩৫. অর্থাৎ আমাদেরকে এমন পরহেযগার এবং এমন ইবাদতকারী ও খোদাভীরু করুন, যাতে আমরা খোদাভীরুদের নেতৃত্বদানের উপযুক্ত হই এবং তারাও যেন ধর্মীয় বিষয়াদিতে আমাদের অনুসরণ করে।

মাস্আলাঃ কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "এ'তে এ মর্মে প্রমাণ রয়েছে যে, মানুষের ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হওয়া উচিত। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলা আপন সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের গুণাবলী উল্লেখ করেন। এরপর তাঁদের প্রতিদানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে।

টীকা-১৩৬. ফিরিশ্তাগণ অভিবাদন ও সালাম সহকারে তাদের অভ্যর্থনা করবেন; অথবা মহামহিম আল্লাহ্ তাদের প্রতি সালাম প্রেরণ করবেন।

টীকা-১৩৭. হে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম! মক্কাবাসীদেরকে—

টীকা-১৩৮. আমার রসূল এবং আমার কিতাবকে;

টীকা-১৩৯. অর্থাৎ চিরস্থায়ী শাস্তি ও অনিবার্য ধ্বংস। ★

****

★ 'সূরা ফোরক্বান' সমাপ্ত।

টীকা-১. 'সূরা শু'আরা' মক্কী– শেষ চার আয়াত ব্যতীত; যেগুলো وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ থেকে আরম্ভ হয়।

এ সূরায় এগারটি রুকূ', দু'শ সাতাশটি আয়াত, এক হাজার দু'শ উনিশটি পদ এবং পাঁচ হাজার পাঁচশ চল্লিশটি বর্ণ রয়েছে।

টীকা-২. অর্থাৎ ক্বোরআন পাকের, যার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব হওয়াই সুস্পষ্ট এবং যা সত্যকে বাতিল থেকে পৃথক করে দেয়। এরপর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দয়া ও করুণার সুরে সম্বোধন করা হচ্ছে–

টীকা-৩. যখন মক্কাবাসীগণ ঈমান আনলো না এবং তারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো, তখন হুযূর (দঃ)-এর নিকট তাদের এ বঞ্চিত হওয়া বড়ই কষ্টদায়ক অনুভূত হলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করে এরশাদ করেন যেন তিনি এরূপ দুঃখ প্রকাশ না করেন।

টীকা-৪. এবং অন্য কোন অবাধ্যতা ও পাপাচার সহকারে ঘাড় উঠাতে না পারে।

টীকা-৫. এবং ক্রমশঃ তাদের কুফর বর্দ্ধিত হতে থাকে– যেই উপদেশ নসীহত প্রদান এবং যেই ওহী অবতীর্ণ হয়, তারা সেটাকে অস্বীকার করেই চলেছে।

টীকা-৬. এটা একটা হুমকি ও সতর্কীকরণ। এর মধ্যে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে যে, বদর-দিবসে অথবা ক্বিয়ামত-দিবসে, যখন তাদেরকে শাস্তি স্পর্শ করবে তখনই তারা বুঝতে পারবে যে, এটা ক্বোরআন ও রসূলকে অস্বীকার করারই পরিণাম।

টীকা-৭. অর্থাৎ নানা ধরণের উৎকৃষ্ট ও উপকারী উদ্ভিদ ও উপকারী তৃণলতাসমূহ উৎপন্ন করেছি। ইমাম শা'আবী বলেছেন– মানুষও যমীনের উৎপাদিত ফসল। যে জান্নাতী সে মর্যাদাময় ও সম্মানিত, আর যে জাহান্নামী সে হতভাগা ও হীন।

টীকা-৮. আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার উপর;

টীকা-৯. কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং মু'মিনদের উপর দয়া করেন।

সূরা শু'আরা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা শু'আরা মক্কী	আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-২২৭ রুকূ'-১১

রুকূ' – এক

১. তোয়া-সীন-মীম।

২. এ গুলো উজ্জ্বল কিতাবের আয়াত (২)।

৩. হয়ত আপনি আপন প্রাণ-বিনাশী হয়ে যাবেন এ দুঃখে যে, তারা ঈমান আনেনি (৩)!

৪. যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে আসমান থেকে তাদের উপর কোন নিদর্শন অবতারণ করবো, যাতে তাদের উঁচু উঁচু গ্রীবাগুলো সেটার সামনে বিনত হয়ে থেকে যাবে (৪)।

৫. এবং তাদের নিকট পরম দয়াময়ের নিকট থেকে কোন নতুন উপদেশ আসেনা, কিন্তু তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (৫)।

৬. অতঃপর, নিশ্চয় তারা অস্বীকার করেছে; সুতরাং এখন তাদের উপর আসবে খবরসমূহ তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের (৬)।

৭. তারা কি পৃথিবীর মধ্যে দেখেনি? আমি তাতে কতো সম্মানজনক জোড়া উদ্গত করেছি (৭)।

৮. নিশ্চয় নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে (৮); এবং তাদের অধিকাংশই ঈমান আনয়নকারী নয়।

৯. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, অবশ্যই তিনি মহা সম্মানিত, দয়াময় (৯)।

طٰسٓمّٓ ۝١
تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝٢
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝٣
اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ۝٤
وَمَا يَاْتِيْهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثٍ اِلَّا كَانُوْا عَنْهُ مُعْرِضِيْنَ ۝٥
فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَيَاْتِيْهِمْ اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝٦
اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الْاَرْضِ كَمْ اَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيْمٍ ۝٧
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۚ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٨
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝٩

রুকূ' – দুই

১০. এবং স্মরণ করুন, যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে আহ্বান করলেন (বললেন), 'যালিম লোকদের নিকট যাও।'

১১. যারা ফিরআউনের সম্প্রদায় (১০), তারা

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝١٠
قَوْمَ فِرْعَوْنَ

টীকা-১০. যারা কুফর ও অবাধ্যতা করে নিজেদের প্রাণের উপর অত্যাচার করেছে এবং বনী ইস্রাঈলকে গোলাম বানিয়ে ও তাদেরকে নানা ধরণের কষ্ট দিয়ে তাদের প্রতি যুল্‌ম করেছে। সে সম্প্রদায়ের নাম 'ক্বিবত'। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে তাদের প্রতি রসূল বানিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তিনি তাদেরকে তাদের অপকর্মসমূহের জন্য তিরস্কার করেন।

টীকা-১১. আল্লাহকে; এবং আপন প্রাণসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলার উপর ঈমান এনে ও তাঁর আনুগত্য করে তাঁর শাস্তি থেকে রক্ষা করবে না? এর জবাবে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর দরবারে-

টীকা-১২. তাদের অস্বীকার করার কারণে

টীকা-১৩. অর্থাৎ কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে কিছুটা কষ্টবোধ হয়, ঐ তোৎলানোর কারণে, যা তাঁর জিহ্বায় শৈশবকালে মুখের ভিতর আগুনের জ্বলন্ত কয়লা ঢেলে দেয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে।

টীকা-১৪. যাতে তিনি রিসালতের বাণী প্রচারের ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেন। যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে সিরিয়ায় (শামদেশ) থাকাকালে নবূয়ত দান করা হয় তখন হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম মিশরে ছিলেন।

টীকা-১৫. যে, আমি একজন ক্বিবতীকে মেরেছিলাম।

কি ভয় করবে না (১১)?'

১২. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি আশংকা করছি যে, তারা আমাকে অস্বীকার করবে;

১৩. এবং আমার বক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়ছে (১২) আর আমার মুখ চলে না (১৩)। সুতরাং হারূনকেও রসূল করো (১৪)।

১৪. এবং আমার বিরুদ্ধে তাদের একটা অভিযোগ আছে (১৫)। সুতরাং আমি আশংকা করছি যে, হয়ত তারা আমাকে (১৬) হত্যা করে ফেলবে।'

১৫. বললেন, 'না, এমন নয় (১৭), তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শন নিয়ে যাও, আমি তোমাদের সাথে শ্রবণকারী থাকবো (১৮)।'

১৬. অতএব, তোমরা ফির্‌আউনের নিকট যাও, অতঃপর তাকে বলো, 'আমরা দু'জন তাঁরই রসূল, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জগতের-

১৭. যে, তুমি আমাদের সাথে বনী ইস্রাঈলকে ছেড়ে দাও (১৯)।'

১৮. সে বললো, 'আমরা কি তোমাকে আমাদের এখানে শৈশবে লালন-পালন করিনি? এবং তুমি আমাদের এখানে নিজ জীবনের কয়েক বছর অতিবাহিত করেছো (২০);

أَلَا يَتَّقُونَ ⑪

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ⑫

وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِى فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَٰرُونَ ⑬

وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنۢبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ⑭

قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَا بِـَٔايَٰتِنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ⑮

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ⑯

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ⑰

قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ⑱

টীকা-১৬. তার পরিবর্তে

টীকা-১৭. তোমাকে হত্যা করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের দরখাস্ত মঞ্জুর করে হযরত হারূন আলায়হিস্ সালামকেও নবী করে দিলেন এবং উভয়কে নির্দেশ দিলেন-

টীকা-১৮. যা তোমরা বলো এবং যা তোমাদেরকে প্রদান করা হয়।

টীকা-১৯. যাতে আমি তাদেরকে সিরিয়া-ভূমিতে নিয়ে যেতে পারি। ফিরআউন চারশ বছর পর্যন্ত বনী ইস্রাঈলকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিলো। তখন বনী ইস্রাঈলের সংখ্যা ছিলো ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার। আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ পেয়ে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম মিশরাভিমুখে রওনা হলেন। তিনি তখন পশমের জুব্বা পরিহিত ছিলেন। বরকতময় হাতে 'লাঠি' ছিলো। লাঠির মাথায় একটা থলে ঝুলিয়ে নিলেন, যা'তে সফরের সামগ্রী ছিলো।

এমন শান সহকারে তিনি মিশরে পৌছে স্বীয় বাসস্থানে প্রবেশ করলেন। হযরত হারূন আলায়হিস্ সালাম সেখানে ছিলেন। তিনি অবহিত করলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রসূল বানিয়ে ফিরআউনের প্রতি প্রেরণ করেছেন আর আপনাকেও রসূল করেছেন, যা'তে ফিরআউনকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করুন।" একথা শুনে তাঁর মহীয়সী মা ভয় পেয়ে গেলেন। আর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে বলতে লাগলেন, "ফিরআউন তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার খোঁজে আছে। যখনই তুমি তার নিকট যাবে, তখন সে তোমাকে শহীদ করে ফেলবে।"

কিন্তু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর এ কথায়ও থামলেন না। তিনি হযরত হারূন (আলায়হিস্ সালাম)-কে সাথে নিয়ে রাত্রি বেলায়ই ফিরআউনের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌছলেন। দরজায় করাঘাত করলেন। বললো, "আপনি কে?" হযরত বললেন, 'আমি মূসা, বিশ্ব-প্রতিপালকের রসূল।"

ফিরআউনকে সংবাদ দেয়া হলো এবং সকালে তাঁদেরকে ডাকা হলো। তিনি পৌছতেই আল্লাহ্ তা'আলার রিসালতের বাণী পৌছিয়ে দিলেন। আর ফিরআউনের নিকট যেই নির্দেশ পৌছানোর জন্য তাঁকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা পৌছিয়ে দিলেন। ফিরআউন তাঁকে চিনতে পারলো।

টীকা-২০. তাফসীরকারকগণ বলেন যে, ত্রিশ বছর যাবৎ সেই সময় হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম ফিরআউনের প্রদত্ত পোশাক পরিধান করতেন ও তার যানবাহনগুলোতে আরোহণ করতেন এবং তার সন্তানরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

টীকা-২১. ক্বিবতীকে হত্যা করেছো

টীকা-২২. যে, তুমি আমার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করোনি এবং আমাদের একজন লোককে হত্যা করেছো।

টীকা-২৩. আমি জানতাম না যে, ঘুষি মারার ফলে ঐ লোকটা মরে যাবে। আমার সেই প্রহার তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ছিলো; হত্যা করার জন্য নয়।

টীকা-২৪. যে, তোমরা আমাকে হত্যা করবে এবং 'মাদ্‌য়ান' শহরে চলে গিয়েছি;

টীকা-২৫. 'মাদ্‌য়ান' থেকে ফেরার সময়। হুকুম দ্বারা এখানে হয়ত 'নবূয়ত' বুঝানো উদ্দেশ্য অথবা 'জ্ঞান',

টীকা-২৬. অর্থাৎ তাতে তোমার কি অনুগ্রহ রয়েছে যে, তুমি আমাকে লালন-পালন করেছো, শৈশবে আমাকে রেখেছো, পানাহার করিয়েছো, পরিধানের কাপড় দিয়েছো। কেননা, তোমার নিকট আমার পৌঁছার কারণই তো এ ছিলো যে, তুমি বনী ইস্রাঈলকে গোলামে পরিণত করে রেখেছো, তাদের সন্তানদেরকে হত্যা করেছো। এটা তোমার জঘন্য অত্যাচার ও এ কথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো যে, আমার মাতাপিতা আমাকে লালন-পালন করতে পারেন নি। আমাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তুমি যদি এমনটি না করতে, তবে আমি আপন পিতা-মাতারই নিকট থাকতাম। এ কারণে এটা কি এ কথার উপযোগী হয়েছে যে, তার জন্য খোঁটা দিতে পারো?

ফিরআউন মূসা আলায়হিস্ সালামের উক্ত বক্তব্য শুনে 'লা-জওয়াব' হয়ে গেলো। আর সে তখন কথার সুর বদলিয়ে ফেললো এবং উক্ত প্রসঙ্গ ছেড়ে অন্য প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ করলো।

টীকা-২৭. তুমি নিজেকে যার রসূল বলে ঘোষণা করছো!

টীকা-২৮. অর্থাৎ যদি তুমি বস্তুসমূহকে প্রমাণ সহকারে জানার যোগ্যতা রাখো তবে এসব বস্তুর সৃষ্টিই তাঁর অস্তিত্বের পক্ষে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।

'ঈক্বান' (ايقان) ঐ জ্ঞানকে বলে, যা যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলার শানে ' مُوقِن ' (মু'ক্বিন) বলা যায়না।

টীকা-২৯. তখন তার আশেপাশে তার সম্প্রদায়ের অভিজাতদের মধ্য থেকে পাঁচশ ব্যক্তি স্বর্ণালংকারাদি দ্বারা সজ্জিত সোনালী চেয়ারসমূহে উপবিষ্ট ছিলো। তাদেরকে ফিরআউনের এ কথা বলা- 'তোমরা কি মনোযোগ সহকারে শুনছো না?' এ অর্থে ছিলো যে, তারা যমীন ও আস্‌মানকে 'চিরন্তন' (قديم) মনে করতো, এ গুলো 'ক্ষণস্থায়ী' হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করতো। উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, যখন এসব বস্তু চিরন্তনই (قديم) তখন এগুলোর জন্য প্রতিপালকেরই প্রয়োজন কি? হযরত মূসা (আমাদের নবীর উপর ও তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক!) ঐসব বস্তু থেকে যুক্তি-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন, যে গুলোর ক্ষণস্থায়ী হওয়া এবং যে গুলোর ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।

১৯. এবং তুমি করেছো তোমার ঐ কাজ, যা তুমিই করেছো (২১) এবং তুমি অকৃতজ্ঞ ছিলে(২২)।'

وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩﴾

২০. মূসা বললেন, 'আমি ঐ কাজ করেছি যখন আমার নিকট পথের (পরিণামের) খবর ছিলো না (২৩)।

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ ﴿٢٠﴾

২১. অতঃপর আমি তোমাদের এখান থেকে বের হয়ে গিয়েছি যখন তোমাদেরকে ভয় করেছি (২৪); অতঃপর আমাকে আমার প্রতিপালক হুকুম দান করেছেন (২৫) এবং আমাকে পয়গাম্বরদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾

২২. এবং এটা এমন এক অনুগ্রহ, যেটার (কথা উল্লেখ করে) তুমি আমাকে খোঁটা দিচ্ছো, (তা হচ্ছে এই) যে, তুমি বনী ইস্রাঈলকে গোলামে পরিণত করে রেখেছো (২৬)!'

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ إِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٢﴾

২৩. ফিরআউন বললো, 'এবং সমগ্র জগতের প্রতিপালক কি (২৭)?'

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٣﴾

২৪. মূসা বললেন, 'প্রতিপালক আসমানসমূহ ও যমীনের এবং যা কিছু সেগুলোর মাঝখানে রয়েছে, যদি তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকে (২৮)।'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾

২৫. আপন আশপাশের লোকজনকে বললো, 'তোমরা কি মনোযোগ সহকারে শুনছোনা (২৯)?'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾

২৬. মূসা বললেন, 'প্রতিপালক তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তী- পিতা ও পিতামহগণের (৩০)।'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾

টীকা-৩০. অর্থাৎ যদি তোমরা অন্যান্য বস্তু থেকে যুক্তি-প্রমাণ গ্রহণ করতে না পারো, তবে খোদ্ তোমাদের সত্তাগুলো থেকেই দলীল পেশ করা হচ্ছে। আর তোমরা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে অবহিত রয়েছো- ভূমিষ্ট হয়েছো, আপন পিতৃপুরুষগণ সম্পর্কে অবগত আছো যে, তারা বিলীন হয়ে গেছে। নিজের জন্ম থেকে এবং তাদের ধ্বংস থেকে 'স্রষ্টা' ও 'বিলুপ্তকারী' (আল্লাহ্)-এর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

টীকা-৩১. ফিরআউন একথাটা এ জন্যই বলেছিলো যে, সে নিজেকে ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করতোনা। আর যে তাকে উপাস্য বলে বিশ্বাস করতোনা তাকে সে পাগল বলতো। বস্তুতঃ এ ধরণের কথাবার্তা অগারগতার মুহূর্তে মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়। কিন্তু হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের কর্তব্য পূর্ণাঙ্গতম পন্থায় সম্পন্ন করেছেন আর ফিরআউনের ঐ সমস্ত অনর্থক কথাবার্তা সত্ত্বেও আরো অধিক কথাবার্তার প্রতি মনোনিবেশ করলেন।

টীকা-৩২. কেননা, পূর্ব দিক থেকে সূর্যকে উদিত করা এবং পশ্চিম দিকে তা অস্ত যাওয়া ও বছরের ঋতুসমূহের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট হিসাবের উপর চলা আর বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টি ইত্যাদির নিয়মাবলী– এ সবই তাঁর অস্তিত্ব ও ক্ষমতারই প্রমাণ বহন করে।

টীকা-৩৩. এখন ফিরআউন হতবুদ্ধি হয়ে গেলো এবং আল্লাহ্‌র কুদ্‌রতের নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার কোন পথ বাকী রইলোনা; আর কোন জবাব দেয়াই তার পক্ষে সম্ভবপর হলো না। তখন

টীকা-৩৪. ফিরআউনের 'কারারুদ্ধ করা' হত্যা অপেক্ষাও জঘন্যতর ছিলো। তার কারাগার সংকীর্ণ ও অন্ধকারময় গভীর গর্ত ছিলো। তাতেই সে কয়েদীকে একাকী অবস্থায় নিক্ষেপ করতো। না সেখানে কোন শব্দ যেতো, না কিছু দৃষ্টিগোচর হতো।

টীকা-৩৫. যা আমার রিসালতের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হয়। তা দ্বারা 'মু'জিযা' বুঝানো হয়েছে। এর জবাবে ফিরআউন–

টীকা-৩৬. লাঠিখানা অজগর হয়ে আসমানের দিকে এক মাইল পরিমাণ উড়লো, অতঃপর অবতরণ করে ফিরআউনের দিকে অগ্রসর হলো আর বলতে লাগলো, "হে মূসা! আমাকে আপনি যা চান নির্দেশ দিন।" ফিরআউন ভীত-সন্ত্রস্থ হয়ে বললো, "তাঁরই শপথ, যিনি তোমাকে রসূল করেছেন! এটাকে ধরো।" হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সেটাকে আপন বরকতময় হাতে ধরলেন। তখনই তা পূর্বের ন্যায় লাঠি হয়ে গেলো। ফিরআউন বলতে লাগলো, "এটা ব্যতীত অন্য কোন মু'জিযা আছে কি?" তিনি বললেন, "হাঁ।" তখন তাকে 'শুভ্রহস্ত' দেখালেন।

টীকা-৩৭. বগলের নিম্নস্থ স্থানে (گریبان) ঢুকানোর পর।

২৭. বললো, 'তোমাদের এ রসূল, যিনি তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন, অবশ্যই বিবেকবান নয় (৩১)।'

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِیْۤ اُرْسِلَ اِلَیْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿۲۷﴾

২৮. মূসা বললেন, 'প্রতিপালক পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাঁরই, যা কিছু সেই দু'টির মধ্যখানে রয়েছে (৩২); যদি তোমাদের বিবেক থাকে (৩৩)।'

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا بَیْنَهُمَا ؕ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾

২৯. বললো, 'যদি তুমি আমি ব্যতীত অন্য কাউকে খোদা স্থির করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারারুদ্ধ করবো (৩৪)।'

قَالَ لَىِٕنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَیْرِیْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِیْنَ ﴿۲۹﴾

৩০. বললেন, 'তবুও কি, যদি আমি তোমার নিকট কোন সুস্পষ্ট বস্তু নিয়ে আসি (৩৫)?'

قَالَ اَوَ لَوْ جِئْتُكَ بِشَیْءٍ مُّبِیْنٍ ﴿۳۰﴾

৩১. বললো, 'তাহলে নিয়ে এসো যদি সত্যবাদী হও।'

قَالَ فَاْتِ بِهٖۤ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۳۱﴾

৩২. অতঃপর মূসা আপন লাঠি রাখলেন। তৎক্ষণাৎ সেটা প্রত্যক্ষ অজগর হয়ে গেলো (৩৬)।

فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِیَ ثُعْبَانٌ مُّبِیْنٌ ﴿۳۲﴾

৩৩. এবং আপন হস্ত (৩৭) বের করলেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ তা দর্শকদের দৃষ্টিতে ঝকমক করতে লাগলো (৩৮)।

وَّ نَزَعَ یَدَهٗ فَاِذَا هِیَ بَیْضَآءُ لِلنّٰظِرِیْنَ ﴿۳۳﴾

রুকূ' – তিন

৩৪. সে তার আশপাশের নেতৃবর্গকে বললো, 'নিশ্চয় ইনি সুদক্ষ যাদুকর;

قَالَ لِلْمَلَاِ حَوْلَهٗۤ اِنَّ هٰذَا لَسٰحِرٌ عَلِیْمٌ ﴿۳۴﴾

৩৫. তিনি চাচ্ছেন তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে আপন যাদুর বলে; এখন তোমাদের পরামর্শ কি (৩৯)?'

یُّرِیْدُ اَنْ یُّخْرِجَكُمْ مِّنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهٖ ۖ فَمَا ذَا تَاْمُرُوْنَ ﴿۳۵﴾

৩৬. তারা বললো, 'তাঁকে ও তাঁর ভাইকে রুখে রাখো এবং শহরগুলোতে সংগ্রাহকদেরকে পাঠাও,

قَالُوْۤا اَرْجِهْ وَ اَخَاهُ وَ ابْعَثْ فِی الْمَدَآىِٕنِ حٰشِرِیْنَ ﴿۳۶﴾

৩৭. যেন তারা তোমার নিকট নিয়ে আসে প্রত্যেক বড় জ্ঞানী যাদুকরকে (৪০)।'

یَاْتُوْكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِیْمٍ ﴿۳۷﴾

টীকা-৩৮. তা থেকে সূর্যের ন্যায় আলোকরশ্মি প্রকাশ পেলো।

টীকা-৩৯. কেননা, সে যুগে যাদুর বহুল প্রচলন ছিলো। এ কারণে, ফিরআউন মনে করলো যে, এ কথার পরিসমাপ্তি ঘটে যাবে আর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা এ প্রতারণার শিকার হয়ে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে এবং তাঁর কথা গ্রহণ করবে না।

টীকা-৪০. যারা যাদু বিদ্যায়, তাদের ভাষায়, হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম অপেক্ষা অধিকতর সুদক্ষ হয় আর সেসব লোকে আপন যাদুর সাহায্যে হযরত

মূসা আলায়হিস্ সালামের মু'জিযাসমূহের সাথে মুকাবিলা করবে, যাতে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের জন্য কোন অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে। আর ফিরআউনীদের জন্যও এ কথা বলার সুযোগ হবে যে, এ কাজ যাদুর সাহায্যেও সম্পন্ন হয়ে যায়। সুতরাং তা নবূয়তের প্রমাণ নয়।

টীকা-৪১. সেটা ফিরআউনীদের ঈদের দিন ছিলো। আর এ মুকাবিলার জন্য পূর্বাহ্নেই নির্দ্ধারিত হয়েছিলো।

يُجْمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞

৩৮. অতঃপর একত্র করা হলো যাদুকরদেরকে একটা নির্দিষ্ট দিনের প্রতিশ্রুতির উপর (৪১);

وَّقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ۞

৩৯. এবং লোকদেরকে বলা হলো, 'তোমরা কি সমবেত হবে (৪২)?

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۞

৪০. হয়ত আমরা ঐ যাদুকরদেরই অনুসরণ করবো যদি তারা বিজয়ী হয় (৪৩)।'

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ۞

৪১. অতঃপর যখন যাদুকরগণ আসলো, তখন তারা ফির্আউনকে বললো, 'আমরা কি কিছু পারিশ্রমিক পাবো যদি আমরা বিজয়ী হই?'

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۞

৪২. সে বললো, 'হাঁ, এবং তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ট হয়ে যাবে (৪৪)।'

قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ۞

৪৩. মূসা তাদেরকে বললেন, 'নিক্ষেপ করো যা তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে (৪৫)।'

فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ۞

৪৪. অতঃপর তারা আপন রজ্জুগুলো ও লাঠিগুলো ফেললো আর বললো, 'ফিরআউনের সম্মানের শপথ! নিশ্চয় বিজয় আমাদেরই (৪৬)।'

فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞

৪৫. অতঃপর মূসা আপন লাঠি ফেললেন। তখনই তা তাদের কৃত্রিম সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে লাগলো (৪৭)।

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ۞

৪৬. তখনই সাজদাবনত হয়ে পড়লো যাদুকরগণ।

قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۞

৪৭. তারা বললো, 'আমরা ঈমান আনলাম তাঁরই উপর যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক;

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞

৪৮. যিনি মূসা ও হারূনের প্রতিপালক।'

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَ

৪৯. ফিরআউন বললো, 'তোমরা কি তার উপর ঈমান আনলে আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেয়ার পূর্বে? নিশ্চয় সে তোমাদের বড়জন, যে তোমাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে (৪৮)। সুতরাং এখনই জেনে নেবে (৪৯)। আমি শপথ করে বলছি! নিশ্চয় আমি তোমাদের এক দিকের হাত ও বিপরীত দিকের পা কর্তন করবো এবং

টীকা-৪২. যাতে দেখো যে, দল দু'টি কি করে এবং তাদের মধ্যে কে বিজয়ী হয়।

টীকা-৪৩. হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের বিরুদ্ধে। এতে তাদের উদ্দেশ্য 'যাদুকরদের অনুসরণ করা' ছিলো না; বরং উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, এ প্রতারণার মাধ্যমে লোকজনকে হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত করবে।

টীকা-৪৪. তোমাদেরকে 'সভাসদ' করে নেয়া হবে, তোমাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হবে, সবার পূর্বে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে, সর্বশেষ সময় পর্যন্ত তোমরা দরবারে অবস্থান করবে।

অতঃপর যাদুকরগণ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের নিকট আরয করলো, "হযরত! আপনি কি প্রথমে আপনার লাঠি নিক্ষেপ করবেন, না আমাদের জন্য অনুমতি আছে যে, আমরা আমাদের যাদু সামগ্রী নিক্ষেপ করবো?"

টীকা-৪৫. যাতে তোমরা এর পরিণতি দেখে নাও।

টীকা-৪৬. তাদের বিজয়ের উপর তাদের আস্থা ছিলো। কেননা, যাদু ক্রিয়ার ক্ষেত্রে যা চূড়ান্ত কৌশল ছিলো তাই তারা কাজে লাগিয়েছিলো এবং দৃঢ় বিশ্বাস রাখতো যে, এখন কোন যাদুই সেটার মুকাবিলা করতে পারবে না।

টীকা-৪৭. যেগুলো তারা যাদুর সাহায্যে তৈরী করেছিলো। অর্থাৎ তাদের রশিগুলো ও লাঠিগুলো, যেগুলো যাদুরই প্রভাবে অজগর হয়ে ছুটাছুটি করতে দেখা গেলো। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের লাঠি অজগরে পরিণত হয়ে সেসবই গ্রাস করে বসলো। অতঃপর সেই লাঠিখানা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আপন বরকতময় হাতে তুলে নিলেন। তখন তা পূর্বের ন্যায় লাঠিই ছিলো। যখন যাদুকরগণ এটা দেখলো তখন তাদের বিশ্বাস হলো যে, এটা যাদু নয়।

টীকা-৪৮. অর্থাৎ হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম তোমাদের ওস্তাদ। এ কারণে, তিনি তোমাদের চেয়ে আগে বেড়ে গেছেন।

টীকা-৪৯. যে, তোমাদের প্রতি কি আচরণ করা হবে।

টীকা-৫০. এ'তে উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, সাধারণ মানুষ ভীত হয়ে যাবে এবং যাদুকরদের এ অবস্থা দেখে লোকেরা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের উপর ঈমান আনবেনা।

لَاُوصَلِّبَنَّكُمۡ اَجۡمَعِیۡنَ ۚ

তোমাদের সবাইকে শূলবিদ্ধ করবো (৫০)।'

قَالُوۡا لَا ضَیۡرَ ۫ اِنَّاۤ اِلٰی رَبِّنَا مُنۡقَلِبُوۡنَ ﴿۵۰﴾

৫০. তারা বললো, 'কোন ক্ষতি নেই (৫১)। আমরা আপন প্রতিপালকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (৫২)।

اِنَّا نَطۡمَعُ اَنۡ یَّغۡفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰیٰنَاۤ اَنۡ کُنَّاۤ اَوَّلَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ ﴿۵۱﴾

৫১. আমাদের আশা যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেবেন এ জন্য যে, আমরা সবার পূর্বে ঈমান এনেছি (৫৩)।'

রুকূ' – চার

وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰی مُوۡسٰۤی اَنۡ اَسۡرِ بِعِبَادِیۡۤ اِنَّکُمۡ مُّتَّبَعُوۡنَ ﴿۵۲﴾

৫২. এবং আমি মূসার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছি, 'রাতারাতি আমার বান্দাদেরকে (৫৪) নিয়ে বের হও! নিশ্চয় তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবেই (৫৫)।'

فَاَرۡسَلَ فِرۡعَوۡنُ فِی الۡمَدَآئِنِ حٰشِرِیۡنَ ﴿ۚ۵۳﴾

৫৩. অতঃপর ফির'আউন শহরে শহরে সংগ্রাহকদের প্রেরণ করলো (৫৬)–

اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرۡذِمَۃٌ قَلِیۡلُوۡنَ ﴿ۙ۵۴﴾

৫৪. 'এসব লোক ক্ষুদ্র একটা দল।

وَ اِنَّهُمۡ لَنَا لَغَآئِظُوۡنَ ﴿ۙ۵۵﴾

৫৫. এবং নিশ্চয় তারা আমাদের সবার অন্তরে জ্বালা দিচ্ছে (৫৭);

وَ اِنَّا لَجَمِیۡعٌ حٰذِرُوۡنَ ﴿ؕ۵۶﴾

৫৬. এবং নিশ্চয় আমরা সবাই সদা সতর্ক (৫৮)।'

فَاَخۡرَجۡنٰهُمۡ مِّنۡ جَنّٰتٍ وَّ عُیُوۡنٍ ﴿ۙ۵۷﴾

৫৭. অতঃপর আমি তাদেরকে (৫৯) বের করে এনেছি বাগান ও প্রস্রবণগুলো থেকে;

وَّ کُنُوۡزٍ وَّ مَقَامٍ کَرِیۡمٍ ﴿ۙ۵۸﴾

৫৮. এবং ধন-ভাণ্ডার ও উৎকৃষ্ট বাসস্থানগুলো থেকে;

کَذٰلِکَ ؕ وَ اَوۡرَثۡنٰهَا بَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ ﴿ؕ۵۹﴾

৫৯. আমি অনুরূপই করেছি এবং তাদের উত্তরাধিকারী করেছি বনী ইস্রাঈলকে (৬০)।

فَاَتۡبَعُوۡهُمۡ مُّشۡرِقِیۡنَ ﴿۶۰﴾

৬০. অতঃপর ফির'আউনীগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো সূর্যোদয় কালে।

فَلَمَّا تَرَآءَ الۡجَمۡعٰنِ قَالَ اَصۡحٰبُ مُوۡسٰۤی اِنَّا لَمُدۡرَکُوۡنَ ﴿ۚ۶۱﴾

৬১. অতঃপর যখন মুখোমুখি হলো উভয় দল (৬১), তখন মূসার সাথীরা বললো, 'তারা তো আমাদেরকে ধরে ফেললো (৬২)!'

قَالَ کَلَّا ۚ اِنَّ مَعِیَ رَبِّیۡ سَیَهۡدِیۡنِ ﴿۶۲﴾

৬২. মূসা বললেন, 'এমনই নয় (৬৩)। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার সঙ্গে আছেন। তিনি আমাকে এখন পথ প্রদর্শন করছেন।'

টীকা-৫১. চাই দুনিয়ায় যে কোন কিছুই সম্মুখীন হোক। কেননা,

টীকা-৫২. ঈমান সহকারে এবং আমাদের আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে করুণার আশা রয়েছে।

টীকা-৫৩. ফির'আউনের প্রজাদের মধ্যে কিংবা এ উপস্থিত গণজমায়েতের মধ্যে।

এ ঘটনার পর হযরত মূসা আলায়হিস সালাম কয়েক বৎসর সেখানে অবস্থান করলেন এবং ঐসব লোককে সত্যের (আল্লাহ্) প্রতি দা'ওয়াত দিতে থাকেন; কিন্তু তাদের অবাধ্যতা দিন দিন বেড়েই চলছিলো।

টীকা-৫৪. অর্থাৎ বনী ইস্রাঈলকে মিশর থেকে।

টীকা-৫৫. ফির'আউন ও তার সৈন্যবাহিনী তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করবে এবং তোমাদের পেছনে পেছনে সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করবো আর তাদেরকে ডুবিয়ে মারবো।

টীকা-৫৬. সৈন্যদেরকে একত্রিত করার জন্য। যখন সৈন্যগণ একত্রিত হলো, তখন তাদের আধিক্যের মুকাবিলায় বনী ইস্রাঈলের সংখ্যা স্বল্পই মনে হতে লাগলো। সুতরাং ফির'আউন বনী ইস্রাঈল সম্পর্কে বললো–

টীকা-৫৭. আমাদের বিরোধিতা করে এবং আমাদের অনুমতি ব্যতিরেকে আমাদের ভূমি থেকে বের হয়ে,

টীকা-৫৮. সদা-প্রস্তুত, অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত।

টীকা-৫৯. অর্থাৎ ফির'আউনীদেরকে

টীকা-৬০. ফির'আউন ও তার সম্প্রদায় নিমজ্জিত হবার পর।

টীকা-৬১. এবং তাদের মধ্যে একে অপরকে দেখেছে।

টীকা-৬২. এখন তারা আমাদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে। আমাদের মধ্যে না তাদের সাথে মুকাবিলার শক্তি আছে, না পলায়ন করার স্থান আছে। কেননা, সামনে সমুদ্র।

টীকা-৬৩. আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ ভরসা রয়েছে।

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۝٦٣

৬৩. অতঃপর আমি মূসাকে ওহী করলাম, 'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো (৬৪)।' সুতরাং তখনই সমুদ্র বিভক্ত হয়ে গেলো (৬৫); অতঃপর প্রত্যেক অংশ (এমনই) হয়ে গেলো যেমন বিশাল পাহাড় (৬৬)।

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْءَاخَرِينَ ۝٦٤

৬৪. এবং আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে (৬৭)।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ۝٦٥

৬৫. এবং আমি রক্ষা করলাম মূসা ও তাঁর সমস্ত সাথীকে (৬৮)।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ ۝٦٦

৬৬. অতঃপর অপর দলটাকে নিমজ্জিত করেছি (৬৯)।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۝٦٧

৬৭. নিশ্চয় এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (৭০); এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান ছিলো না (৭১)।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۝٦٨

৬৮. এবং নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক, তিনিই পরম সম্মানিত (৭২), দয়ালু (৭৩)।

রুকূ' - পাঁচ

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ ۝٦٩

৬৯. এবং তাদের নিকট পাঠ করো ইব্রাহীমের সংবাদ (৭৪);

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ ۝٧٠

৭০. যখন সে আপন পিতা ও আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'তোমরা কিসের পূজা করছো (৭৫)?'

قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ ۝٧١

৭১. তারা বললো, 'আমরা প্রতিমাগুলোর পূজা করছি এবং সেগুলোর সম্মুখে আসন পেতে রয়েছি।'

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۝٧٢

৭২. বললেন, 'সেগুলো কি তোমাদের কথা শুনতে পায়, যখন তোমরা ডাকো?

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۝٧٣

৭৩. অথবা তোমাদের উপকার কিংবা অপকার করে (৭৬)?'

قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۝٧٤

৭৪. তারা বললো, 'বরং আমরা আমাদের বাপ-দাদাকে এরূপই করতে পেয়েছি।'

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۝٧٥

৭৫. বললেন, 'তোমরা কি দেখছো এ গুলোকে, যেগুলোর পূজা করছো–

টীকা-৬৪. সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম সমুদ্রে আপন লাঠি দিয়ে আঘাত করলেন।

টীকা-৬৫. এবং সেটার বারোটা অংশ প্রকাশ পেলো।

টীকা-৬৬. এবং সেগুলোর মাঝখানে শুষ্ক রাস্তাসমূহ।

টীকা-৬৭. অর্থাৎ ফিরআউন ও ফিরআউনের দলকে। শেষ পর্যন্ত তারা বনী ইস্রাঈলের ঐসব রাস্তা দিয়ে যাত্রা আরম্ভ করলো, যেগুলো তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতায় সৃষ্টি হয়েছিলো।

টীকা-৬৮. সমুদ্র থেকে নিরাপদে বের করে।

টীকা-৬৯. অর্থাৎ ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে, এভাবে যে, যখন বনী ইস্রাঈলের সবাই সমুদ্র থেকে বের হয়ে আসলো এবং সমস্ত ফিরআউনী সমুদ্রের ভিতর এসে গেলো তখন সমুদ্র আল্লাহর নির্দেশে মিলিত হয়ে পূর্বের ন্যায় হয়ে গেলো আর ফিরআউন তার দলসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো।

টীকা-৭০. আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের; এবং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের মু'জিযাও রয়েছে।

টীকা-৭১. অর্থাৎ মিশরবাসীদের মধ্যে; তবে শুধু আসিয়া, ফিরআউনের স্ত্রী এবং হিযক্বীল, যাঁকে ফিরআউন-সম্প্রদায়ের মু'মিন বলা হয়। তিনি নিজে ঈমান গোপন করে থাকতেন। তিনি ফিরআউনের চাচাত ভাই ছিলেন। আর মরিয়ম, যে হযরত য়ূসুফ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের কবরের চিহ্ন বাতলিয়ে দিয়েছিলো, যখন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম তাঁর 'তাবূত'কে সমুদ্র থেকে বের করেছিলেন (ঈমানদার ছিলেন।)

টীকা-৭২. যেহেতু, তিনি কাফিরদেরকে নিমজ্জিত করে তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ নিলেন,

টীকা-৭৩. মু'মিনদের প্রতি; যাদেরকে 'নিমজ্জিত হওয়া' থেকে মুক্তি দিলেন।

টীকা-৭৪. অর্থাৎ মুশরিকদের নিকট।

টীকা-৭৫. হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম জানতেন যে, ঐসব লোক মূর্তি পূজারী। এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রশ্ন করা এ জন্য ছিলো যে, তিনি লোকদেরকে দেখিয়ে দেবেন যে, ঐসব লোক যেসব বস্তুর পূজা করছে সেগুলো কোন মতেই সেটার উপযোগী নয়।

টীকা-৭৬. যখন এগুলো কিছুই নয়, তখন তোমরা সেগুলোকে কিভাবে উপাস্য স্থির করলে?

টীকা-৭৭. যে (প্রতিমাগুলো) না জ্ঞান রাখে, না ক্ষমতা, না কিছু শুনতে পায়, না কোন উপকার বা অপকার করতে পারে?

টীকা-৭৮. আমি সেগুলো উপাসিত হওয়াকে সহ্য করতে পারিনা।

টীকা-৭৯. আমার প্রতিপালক, আমার কর্ম ব্যবস্থাপক। আমি তাঁরই ইবাদত করি। তিনিই ইবাদতের উপযোগী। তাঁর গুণাবলী এই–

টীকা-৮০. অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং স্বীয় আনুগত্যের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।

টীকা-৮১. 'খলীল' (আল্লাহর ঘনিষ্টতর বন্ধু) হওয়ার নিয়মাবলীর প্রতি; যেমনিভাবে পূর্বে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণের প্রতি পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন।

টীকা-৮২. এবং আমার জীবিকাদাতা;

৭৬. তোমরা ও তোমাদের পূর্বেকার পিতৃ-পুরুষেরা (৭৭)?

৭৭. নিশ্চয় এগুলো সবই আমার শত্রু (৭৮); কিন্তু জগতসমূহের প্রতিপালক (৭৯);

৭৮. তিনিই, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন (৮০), সুতরাং তিনি আমাকে পথ প্রদান করবেন (৮১)।

৭৯. এবং তিনিই, যিনি আমাকে আহার করান এবং পান করান (৮২);

৮০. এবং যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন (৮৩);

৮১. এবং তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, অতঃপর আমাকে পুনর্জীবিত করবেন (৮৪);

৮২. এবং তিনিই, যাঁর প্রতি আমার আশা আছে যে, আমার অপরাধসমূহ ক্বিয়ামত-দিবসে ক্ষমা করবেন (৮৫)।

৮৩. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে হুকুম দান করো (৮৬) এবং আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করে দাও যারা তোমার খাস নৈকট্যের উপযোগী (৮৭);

৮৪. এবং আমার সত্য-প্রসিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত রাখো পরবর্তীদের মধ্যে (৮৮);

৮৫. এবং আমাকে করো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যারা সুখময় বাগানসমূহের উত্তরাধিকারী (৮৯);

৮৬. এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করো (৯০), নিশ্চয় সে পথভ্রষ্ট;

৮৭. এবং আমাকে লাঞ্ছিত করোনা, যেদিন

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصّٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾

وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٨٦﴾

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ

টীকা-৮৩. আমার রোগসমূহ দূর করেন। ইবনে আতা বলেন, অর্থ এ যে, 'যখন আমি সৃষ্টি-দর্শনের কারণে পীড়িত হই, তখন আল্লাহ্-দর্শনের মাধ্যমে আমাকে আরোগ্য দান করেন।

টীকা-৮৪. জীবন ও মৃত্যু তাঁরই ক্ষমতার মুষ্টিতে রয়েছে।

টীকা-৮৫. নবীগণ 'মা'সূম' (নিষ্পাপ)। গুনাহ্ তাঁদের দ্বারা সম্পন্ন হয়না। তাঁদের 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) হচ্ছে- স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে বিনয় প্রকাশ এবং উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার শিক্ষাদান। হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার এ গুণাবলী বর্ণনা করা আপন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এ মর্মে দলীল প্রতিষ্ঠা করার জন্যই যে, উপাস্য তিনিই হতে পারেন, যাঁর এসব গুণাবলী থাকে।

টীকা-৮৬. 'হুকুম' দ্বারা হয়ত 'জ্ঞান' বুঝানো হয়েছে অথবা 'হিকমত' (প্রজ্ঞা) অথবা 'নবূয়ত'।

টীকা-৮৭. অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম; এবং তাঁর এ প্রার্থনা কবূল হলো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন– وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ (অর্থাৎঃ এবং তিনি নিশ্চয় আখিরাতে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত।)

টীকা-৮৮. অর্থাৎ ঐসব উম্মতের মধ্যে যারা আমার পরে আসবে। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এ বৈশিষ্ট্য দান করেন যে, সমস্ত ধর্মাবলম্বীই তাঁকে ভালবাসে এবং তাঁর প্রশংসা করে।

টীকা-৮৯. যাদেরকে তুমি জান্নাত দান করবে।

টীকা-৯০. 'তাওবা' ও 'ঈমান' দান করে। বস্তুতঃ এ প্রার্থনা তিনি এ জন্য করলেন যে, বিদায়ের সময় তাঁর পিতা তাঁকে ঈমান আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। যখন একথা প্রকাশ পেলো যে, সে খোদার শত্রু ও তার প্রতিশ্রুতি মিথ্যা ছিলো, তখন তিনি তার দিক থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলেন। যেমন সূরা 'বারাআত'-এ এরশাদ হয়েছেঃ– مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ

(অর্থাৎ ইব্রাহীমের তাঁর পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা ছিলো না, কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থেই যা তিনি তাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর যখন এ কথা সুস্পষ্ট

হলো যে, সে আল্লাহ্‌র শত্রু, তখনই তিনি তার দিক থেকে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গেলেন।)

টীকা-৯১. অর্থাৎ ক্বিয়ামত-দিবসে;

টীকা-৯২. যা শির্ক, কুফর ও মুনাফিকী থেকে পবিত্র, তার ধন-সম্পদও তার উপকারে আসবে- তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে থাকলে এবং সন্তান-সন্ততিও যদি সৎ হয়। যেমন- হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার কর্ম বন্ধ হয়ে যায়- তিনটা ব্যতীতঃ ১) সাদ্‌কাহ-ই-জারিয়া, ২) ঐ জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় এবং ৩) সৎ সন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে।

টীকা-৯৩. ফলে, তারা তা দেখতে পাবে।

টীকা-৯৪. ধমক ও তিরস্কারের সুরে তাদের শির্ক ও কুফরের উপর,

টীকা-৯৫. আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করে,

টীকা-৯৬. অর্থাৎ প্রতিমা ও তাদের পূজারী, সবাইকে অধোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

টীকা-৯৭. অর্থাৎ তার অনুসারীদেরকে- চাই জিন্ হোক, অথবা ইনসান। কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'ইব্‌লীসের বাহিনী' দ্বারা তার সন্তানদের বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৮. যারা প্রতিমা পূজার প্রতি আহ্বান করেছে অথবা পূর্ববর্তী ঐ সমস্ত লোক, যাদের আমরা অনুসরণ করেছি, অথবা ইবলীস এবং তার সন্তানগণ,

টীকা-৯৯. যেমনিভাবে মু'মিনদের জন্য নবী, অলী, ফিরিশ্‌তা ও মু'মিনগণ সুপারিশকারী;

টীকা-১০০. যে উপকারে আসবে। এ কথাটা কাফিরগণ তখনই বলবে, যখন দেখবে যে, নবী, ওলী, ফিরিশ্‌তা ও সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ মু'মিনদের জন্য সুপারিশ করছেন এবং তাঁদের বন্ধুত্ব কাজে আসছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়, জান্নাতী বলবেন, "আমার অমুক বন্ধুর কি অবস্থা?" অথচ ঐ বন্ধু তখন গুনাহ্‌র কারণে জাহান্নামে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, তার বন্ধুকে বের করে আনো এবং জান্নাতে প্রবেশ করাও। সুতরাং যেসব লোক জাহান্নামে স্থায়ী হবে তারা এ কথা বলবে, "আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই, না কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু!"

হযরত হাসান রাহ্‌মাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেন, "ঈমানদার বন্ধু বাড়াও। কারণ, তাঁরা ক্বিয়ামত-দিবসে সুপারিশ করবেন।"

يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾ مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

সবাই পুনরুত্থিত হবে (৯১);

৮৮. যে দিন না ধন-সম্পদ কাজে আসবে এবং না সন্তান-সন্ততি;

৮৯. কিন্তু সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাযির হয়েছে বিশুদ্ধ (পবিত্র) অন্তর নিয়ে (৯২)।

৯০. এবং নিকটবর্তী করা হবে জান্নাতকে পরহেয্‌গারদের জন্য (৯৩)।

৯১. এবং প্রকাশ করা হবে দোযখকে পথ-ভ্রষ্টদের জন্য;

৯২. এবং তাদেরকে বলা হবে (৯৪), 'কোথায় তারা, যাদের তোমরা পূজা করতে,

৯৩. আল্লাহ্ ব্যতীত? তারা কি তোমাদের সাহায্য করবে (৯৫), অথবা প্রতিশোধ নেবে?'

৯৪. অতঃপর অধোমুখী করে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামে তাদেরকে এবং সমস্ত পথভ্রষ্টকে (৯৬);

৯৫. এবং ইবলীসের বাহিনীর সকলকেও (৯৭)।

৯৬. তারা বলবে এবং তারা তাতে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে,

৯৭. 'আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয় আমরা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যেই ছিলাম,

৯৮. যখন (আমরা) তোমাদেরকে সমস্ত জাহানের প্রতিপালকের সমকক্ষ স্থির করতাম।

৯৯. এবং আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেনি কিন্তু অপরাধীগণ (৯৮)।

১০০. সুতরাং এখন আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই (৯৯);

১০১. এবং না কোন সহানুভূতিশীল বন্ধু (১০০)।

১০২. সুতরাং কোন মতে আমাদের ফিরে

টীকা-১০১. পৃথিবীতে!

টীকা-১০২. অর্থাৎ নূহ আলায়হিস্ সালামকে অস্বীকার করা বস্তুতঃ সমস্ত নবীকে অস্বীকার করার শামিল। কেননা, 'দ্বীন' সমস্ত রসূলের 'এক' এবং প্রত্যেক নবী জনসাধারণকে সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনার প্রতি আহ্বান করেন।

টীকা-১০৩. আল্লাহ্ তা'আলাকে; কাজেই, কুফর ও পাপাচার পরিহার করো।

فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٢﴾

যাবার সুযোগ ঘটতো (১০১)! তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যেতাম।'

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٠٣﴾

১০৩. নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে ঈমানদার ছিলো না।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٤﴾

১০৪. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক, তিনিই পরম সম্মানিত, দয়ালু।

রুকূ' - ছয়

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٠٥﴾

১০৫. নূহের সম্প্রদায় পয়গাম্বরগণকে অস্বীকার করেছিলো (১০২),

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٠٦﴾

১০৬. যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক নূহ বলেছিলো, 'তোমরা কি ভয় করছোনা (১০৩)?

اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٠٧﴾

১০৭. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র প্রেরিত, বিশ্বস্ত হই (১০৪);

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٠٨﴾

১০৮. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো (১০৫)।

وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٠٩﴾

১০৯. এবং আমি তোমাদের নিকট এর উপর কোন প্রতিদান চাইনা; আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١١٠﴾

১১০. সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।'

قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ ﴿١١١﴾

১১১. তারা বললো, 'আমরা কি তোমারই উপর ঈমান নিয়ে আসবো, অথচ তোমার সাথে ইতর লোকেরা রয়েছে (১০৬)?'

قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٢﴾

১১২. বললেন, 'আমি কি জানি তাদের কাজ কি (১০৭)?'

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ ﴿١١٣﴾

১১৩. তাদের হিসাব-নিকাশ তো আমার প্রতিপালকের নিকটই (১০৮), যদি তোমাদের অনুভূতি থাকে (১০৯)।

وَمَاۤ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٤﴾

১১৪. এবং আমি মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়ার নই (১১০)।

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٥﴾

১১৫. আমি তো নই, কিন্তু স্পষ্ট

টীকা-১০৪. তাঁর ওহী ও রিসালতের প্রচারের ক্ষেত্রে। বস্তুতঃ তাঁর বিশ্বস্ততা তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট স্বীকৃত ছিলো। যেমন, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সমস্ত আরববাসী একমত ছিলো।

টীকা-১০৫. যা আমি তাওহীদ, ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্যের ক্ষেত্রে দিচ্ছি।

টীকা-১০৬. এ উক্তিটা তারা অহংকার-বশতঃ করেছিলো। গরীব লোকদের সাথে বসা তাদের পছন্দনীয় ছিলোনা। এটাকে তারা নিজেদের অবমাননা মনে করতো। এ কারণে, তারা ঈমানের মতো নি'মাত থেকে বঞ্চিত থেকে গেলো। 'ইতর লোক' দ্বারা তারা 'গরীব এবং পেশাদার লোকদের কথা' বুঝিয়েছে। বস্তুতঃ তাদেরকে 'ইতর ও হীন লোক' বলা কাফিরদের দাম্ভিকতাপূর্ণ কাজ ছিলো; নতুবা বাস্তবক্ষেত্রে শিল্প ও পেশা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষকে হীন ও ইতর করেনা। ধনী বাস্তব পক্ষে ঐ ব্যক্তি, যে ধর্ম-সম্পদে সমৃদ্ধ আর ঐ বংশই মর্যাদাশীল, যেই বংশের মধ্যে পরহেযগারীর মর্যাদা রয়েছে।

মাস্আলাঃ মু'মিনকে 'ইতর' বলা বৈধ নয়, সে যতই অভাবী, সম্পদহীন কিংবা যে কোন বংশেরই হোক না কেন। (মাদারিক)

টীকা-১০৭. তারা কোন্ পেশার লোক-এতে আমার উদ্দেশ্যই বা কি? আমি তো তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানাচ্ছি।

টীকা-১০৮. তিনিই তাদের প্রতিদান দেবেন।

টীকা-১০৯. তা'হলে না তোমরা তাদের প্রতি দোষারোপ করবে, না পেশার কারণে তাদেরকে ঘৃণা করবে। অতঃপর সম্প্রদায়ের লোকেরা বললো, "আপনি ইতর লোকদেরকে আপনার মজলিস্ থেকে বের করে দিন, তাহলে আমরা আপনার নিকট আসবো এবং আপনার কথা মানবো।" এর জবাবে বললেন,

টীকা-১১০. এটা আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি তোমাদের এমন সব কামনা পূর্ণ করবো এবং তোমাদের ঈমান আনার লালসায় মুসলমানদেরকে আমার নিকট থেকে বের করে দেবো।

টীকা-১১১. বিশুদ্ধ ও অকাট্য প্রমাণ সহকারে; যা দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। অতঃপর যারা ঈমান আনবে তারাই আমার নৈকট্য পাবে, আর যারা ঈমান আনবেনা, তারাই দূরে থাকবে।

সতর্ককারী (১১১)।'

قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾

১১৬. তারা বললো, 'হে নূহ! যদি তুমি নিবৃত্ত না হও (১১২), তবে অবশ্যই তোমার প্রতি পাথর বর্ষণ করা হবে (১১৩)।'

قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

১১৭. আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় আমাকে অস্বীকার করেছে (১১৪)।

فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾

১১৮. সুতরাং তুমি আমার মধ্যে ও তাদের মধ্যে পূর্ণ মীমাংসা করে দাও এবং আমাকে ও আমার সঙ্গেকার মুসলমানদেরকে মুক্তি দাও (১১৫)।'

فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾

১১৯. অতঃপর আমি রক্ষা করেছি তাকে ও তার সাথীদেরকে ভর্তি নৌযানের মধ্যে (১১৬)।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾

১২০. অতঃপর, এর পরে (১১৭) আমি অবশিষ্ট সবাইকে নিমজ্জিত করেছি।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾

১২১. নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান ছিলোনা।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

১২২. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই পরম সম্মানিত, দয়ালু।

রুকূ' - সাত

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾

১২৩. 'আদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (১১৮);

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٢٤﴾

১২৪. যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক হূদ বললেন, 'তোমরা কি ভয় করোনা?

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٢٥﴾

১২৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর বিশ্বস্ত রসূল হই;

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾

১২৬. সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো (১১৯) এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢٧﴾

১২৭. এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা; আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿١٢٨﴾

১২৮. তোমরা কি প্রত্যেক উচ্চস্থানের উপর একটা স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করছো পথচারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার জন্য (১২০)?

وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿١٢٩﴾

১২৯. এবং মজবুত প্রাসাদ বেছে নিচ্ছো এ আশায় যে, তোমরা চিরস্থায়ী হবে (১২১)?

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿١٣٠﴾

১৩০. এবং যখনই কাউকে পাকড়াও করো তখন খুবই নির্মমভাবে পাকড়াও করে থাকো (১২২)।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾

১৩১. সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো, এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

وَاتَّقُوا الَّذِي

১৩২. এবং তাঁকেই ভয় করো যিনি তোমাদের

টীকা-১১২. দ্বীনের দাওয়াত প্রদান ও সতর্কীকরণ থেকে।

টীকা-১১৩. হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর দরবারে।

টীকা-১১৪. তোমার ওহী ও রিসালতের বিষয়কে। এতে তাঁর উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, আমি যে এদের বিরুদ্ধে বদ-দো'আ করছি তার কারণ এ নয় যে, তারা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে; এটাও নয় যে, তারা আমার অনুসারীদেরকে 'ইতর' বলেছে; বরং আমার প্রার্থনার কারণ এ যে, তারা তোমার বাণীকে অস্বীকার করেছে এবং তোমার প্রদত্ত রিসালতকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

টীকা-১১৫. এসব লোকের অপকর্মের মন্দ পরিণতি থেকে।

টীকা-১১৬. যা মানুষ, পশু-পক্ষী ও অন্যান্য প্রাণীতে ভর্তি ছিলো।

টীকা-১১৭. অর্থাৎ হযরত নূহ আলায়হিস সালাম এবং তাঁর সাথীদেরকে রক্ষা করার পর

টীকা-১১৮. 'আদ হচ্ছে একটা সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে, এটা একজন লোকের নাম, যার বংশধরদের থেকেই এ সম্প্রদায়।

টীকা-১১৯. এবং আমাকে অস্বীকার করোনা

টীকা-১২০. অর্থাৎ সেটার উপর আরোহণ করে পথচারীদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে থাকো এবং এটাই উক্ত সম্প্রদায়ের কুঅভ্যাস ছিলো। তারা রাস্তার মাথায় মাথায় উঁচু উঁচু স্মৃতি-স্তম্ভের ন্যায় নির্মাণ করে নিয়েছিলো। সেখানে বসে বসে পথচারীদেরকে উত্ত্যক্ত করতো এবং তাদের প্রতি বিদ্রূপ করতো।

টীকা-১২১. এবং কখনো মৃত্যুবরণ করবে না?

টীকা-১২২. তরবারির আঘাতে হত্যা করে, চাবুক মেরে, অতি নির্মমভাবে।

সাহায্য করেছেন ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা, যেগুলো তোমাদের জানা আছে (১২৩)।

১৩৩. তোমাদের সাহায্য করেছেন চতুষ্পদ পশু, সন্তান-সন্ততি

১৩৪. এবং বাগানগুলো ও প্রস্রবণসমূহ দ্বারা।

১৩৫. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আশংকা করছি এক মহা দিবসের শাস্তির (১২৪)।'

১৩৬. তারা বললো, 'আমাদের নিকট সমান– চাই আপনি উপদেশ দিন অথবা উপদেশদাতাদের মধ্যে না-ই হোন (১২৫)।

১৩৭. এ'তো নয়, কিন্তু ঐ পূর্ববর্তীদের রীতি (১২৬);

১৩৮. এবং আমাদের শাস্তি হবার নয় (১২৭)।'

১৩৯. অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো (১২৮)। সুতরাং আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি (১২৯)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে; এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলোনা।

১৪০. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই পরম সম্মানিত, দয়ালু।

রুকূ' – আট

১৪১. সামূদ সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে;

১৪২. যখন তাদেরকে তাদের স্বগোত্রীয় লোক সালিহ্ বললেন, 'তোমরা কি ভয় করছো না?

১৪৩. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্র বিশ্বস্ত রসূল হই;

১৪৪. সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

১৪৫. এবং আমি তোমাদের নিকট এর উপর কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক।

১৪৬. তোমাদেরকে কি এখানকার (১৩০) নি'মাতসমূহের মধ্যে নিরাপদে ছেড়ে দেয়া হবে (১৩১)–

১৪৭. বাগান এবং প্রস্রবণসমূহ

১৪৮. এবং শস্যক্ষেত্রাদি ও এমন খেজুরসমূহের মধ্যে যেগুলোর গুচ্ছ সুকোমল?

১৪৯. এবং তোমরা তো পাহাড় কেটে ঘর নির্মাণ করছো অহংকারের সাথে (১৩২)।

১৫০. সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

১৫১. এবং সীমালংঘনকারীদের কথা মতো চলো না (১৩৩);

أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿١٣٢﴾

أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ﴿١٣٣﴾

وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ ﴿١٣٦﴾

إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣٧﴾

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿١٣٨﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٤٠﴾

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٢﴾

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾

فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾

وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾

وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

টীকা-১২৩. অর্থাৎ ঐ অনুগ্রহসমূহ, যেগুলো সম্পর্কে তোমরা অবগত রয়েছো। সামনে সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে–

টীকা-১২৪. যদি তোমরা আমার নির্দেশ অমান্য করো। এর জবাব তাদের পক্ষ থেকে এ-ই দেয়া হলো যে,

টীকা-১২৫. আমরা কোন মতেই আপনার কথা মানবো না এবং আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবো না।

টীকা-১২৬. অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তুর আপনি ভয় প্রদর্শন করেছেন। এটা পূর্ববর্তীদেরই রীতি। তারাও এমনি কথাবার্তা বলতো। এ'তে তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, 'আমরা সেসব কথার প্রতি কোন গুরুত্বই দিই না, সে গুলোকে আমরা মিথ্যা ধারণা করি। অথবা আয়াতের অর্থ এ যে, এ জীবন ও মৃত্যু এবং প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করা পূর্ববর্তীদের রীতি।

টীকা-১২৭. এবং দুনিয়ায়, না মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হতে হবে, না পরকালে হিসাব-নিকাশ হবে।

টীকা-১২৮. অর্থাৎ হূদ আলায়হিস্ সালামকে।

টীকা-১২৯. বায়ুর শাস্তি দ্বারা।

টীকা-১৩০. অর্থাৎ পৃথিবীর

টীকা-১৩১. যে, এ সব নি'মাত কখনো অপসারিত হবে না, কখনো শাস্তিও আসবে না এবং কখনো মৃত্যু আসবেনা? সামনে ঐসব নি'মাতের বিবরণ রয়েছে–

টীকা-১৩২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, ' فره ' মানে গর্ব ও দম্ভ। অর্থ এ দাঁড়ায় যে, নিজেদের শিল্পের উপর গর্ব করে ও দম্ভভরে।

টীকা-১৩৩. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেন, "সীমা লংঘনকারীগণ দ্বারা 'মুশরিকগণ' বুঝানো হয়েছে।" কোন কোন তাফসীরকারক বলেন যে, 'সীমালংঘন-কারীগণ' দ্বারা ঐ নয়জন লোক বুঝানো হয়েছে, যারা 'উষ্ট্রীকে' হত্যা করেছিলো।

টীকা-১৩৪. কুফর, অত্যাচার ও পাপাচারসমূহের মাধ্যমে।

টীকা-১৩৫. ঈমান এনে, ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং আল্লাহ্‌র অনুগত হয়ে। অর্থ এ যে, 'তাদের ফ্যাসাদ' হচ্ছে এমন জমাট পাথরের ন্যায়, যার মধ্যে কোনরূপ মঙ্গলের লেশমাত্রও নেই। কোন কোন ফ্যাসাদী এমনও রয়েছে, যারা কিছু ফ্যাসাদও করে এবং কিছু কিছু সৎ কাজও তাদের মধ্যে থাকে। কিন্তু উক্তসব লোক এমন নয়।

টীকা-১৩৬. অর্থাৎ বারংবার অধিক পরিমাণে যাদুর প্রভাব পড়েছে, যার কারণে বিবেক স্থির নেই। (আল্লাহ্‌রই আশ্রয়!)

টীকা-১৩৭. আপন সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ

টীকা-১৩৮. রিসালতের দাবীতে।

টীকা-১৩৯. এ ব্যাপারে সেটার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করো না। একটি উষ্ট্রী ছিলো, যা তারা মু'জিযার দাবী জানালে তাদেরই ইচ্ছানুসারে হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালামের দো'আর ফলে পাথর থেকে বের হয়ে এসেছিলো। সেটার বক্ষদেশ ষাট গজ প্রশস্ত ছিলো। যখন সেটার পানি পানের দিন আসতো, তখন তা সেখানকার সমস্ত পানি পান করে ফেলতো। আর যখন মানুষের পান করার দিন আসতো সেদিন পান করতোনা। (মাদারিক)

টীকা-১৪০. না সেটাকে প্রহার করো, না সেটার পায়ের গোছগুলো কর্তন করো।

টীকা-১৪১. শাস্তি আপতিত হবার কারণে ঐ দিনটাকে 'মহাদিবস' বলা হয়েছে; যাতে একথা বুঝা যায় যে, ঐ শাস্তিটাও এমন মহান ও কঠোর ছিলো যে, যে দিন তা সংঘটিত হয়েছে সে দিনকেও সেটার কারণেই 'মহা' বলা হয়েছে।

টীকা-১৪২. উষ্ট্রীর গোছগুলো যে কেটেছিলো তার নাম ছিলো 'ক্বিদার'। আর ঐসব লোক তার এ অপকর্মে সন্তুষ্ট ছিলো। এ কারণে গোছগুলো কর্তন করার সম্পর্ক তাদের সবার প্রতি করা হয়েছে।

টীকা-১৪৩. গোছগুলো কেটে ফেলার কারণে আল্লাহ্‌র শাস্তি আপতিত হবার ভয়ে; এ জন্য নয় যে, কৃত অপরাধের উপর অনুতপ্ত হয়েছে। অথবা ব্যাপার এই যে, শাস্তির চিহ্নসমূহ দেখে অনুতপ্ত হয়েছে। এমন সময়ের অনুতাপতো কোন উপকারে আসেনা।

১৫২. সেসব লোক, যারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়ায় (১৩৪), এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে না (১৩৫)।'

الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

১৫৩. তারা বললো, 'আপনার উপর তো যাদুর প্রভাব পড়েছে (১৩৬)।

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

১৫৪. আপনি তো আমাদেরই মতো মানুষ। কাজেই, কোন নিদর্শন উপস্থিত করুন (১৩৭) যদি সত্যবাদী হোন (১৩৮)।'

مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

১৫৫. তিনি বললেন, 'এটা উষ্ট্রী, একদিন এটার পানি পানের পালা (১৩৯) আর একটা নির্ধারিত দিন তোমাদের পালা।

قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ

১৫৬. এবং সেটাকে অনিষ্ট সহকারে স্পর্শ করোনা (১৪০)। করলে, তোমাদের উপর মহা দিবসের শাস্তি এসে পড়বে (১৪১)।'

وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ

১৫৭. এর জবাবে, তারা সেটার পায়ের গোছগুলো কেটে ফেললো (১৪২); অতঃপর সকালে অনুশোচনা করতে লাগলো (১৪৩)।

فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ

১৫৮. অতঃপর তাদেরকে শাস্তি গ্রাস করে নিলো (১৪৪)। নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলোনা।

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

১৫৯. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সম্মানের অধিকারী, দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

রুকূ' – নয়

১৬০. লূতের সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছে।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

১৬১. যখন তাদেরকে তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক লূত বললেন, 'তোমরা কি ভয় করছো না?

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ

১৬২. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত রসূল হই;

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

১৬৩. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

১৬৪. এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা। আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

টীকা-১৪৪. যে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা হয়েছিলো। অতঃপর তারা ধ্বংস হয়ে গেলো।

১৬৫. তোমরা কি সৃষ্টির মধ্যে পুরুষদের সাথে বলাৎকার করছো (১৪৫)?

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٦٥﴾

১৬৬. এবং বর্জন করছো তাদেরকেই, যাদেরকে তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক পত্নি তৈরী করেছেন; বরং তোমরা সীমা লংঘনকারী (১৪৬)।'

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَٰجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾

১৬৭. তারা বললো, 'হে লূত! যদি আপনি নিবৃত্ত না হন (১৪৭) তাহলে অবশ্যই আপনি নির্বাসিত হবেন (১৪৮)।'

قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾

১৬৮. তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এ কর্মকে ঘৃণা করি (১৪৯)।

قَالَ إِنِّى لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾

১৬৯. হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবার-পরিজনকে তাদের অপকর্ম থেকে রক্ষা করো (১৫০)।'

رَبِّ نَجِّنِى وَأَهْلِى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾

১৭০. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে রক্ষা করলাম (১৫১);

فَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾

১৭১. কিন্তু এক বৃদ্ধা; সে পেছনে রয়ে গেলো (১৫২)।

إِلَّا عَجُوزًا فِى الْغَٰبِرِينَ ﴿١٧١﴾

১৭২. অতঃপর আমি অন্যান্যদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْءَاخَرِينَ ﴿١٧٢﴾

১৭৩. এবং আমি তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (১৫৩)। সুতরাং তা কতোই ক্ষতিকর বর্ষণ ছিলো ভয় প্রদর্শিতদের জন্য।

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾

১৭৪. নিশ্চয় তাতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলো না।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾

১৭৫. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সম্মানের অধিকারী, দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾

রুকূ' – দশ

১৭৬. 'বন'-বাসীগণ রসূলগণকে অস্বীকার করেছে (১৫৪),

كَذَّبَ أَصْحَٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾

১৭৭. যখন তাদেরকে শু'আয়ব বললেন, 'তোমরা কি ভয় করছোনা?'

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

১৭৮. নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর বিশ্বস্ত রসূল হই;

إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

১৭৯. সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার নির্দেশ মান্য করো।

فَاتَّقُوا۟ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾

১৮০. এবং আমি এর উপর তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান তো তাঁরই নিকট যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক (১৫৫)।

وَمَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٠﴾

টীকা-১৪৫. এর এ অর্থও হতে পারে যে, 'সৃষ্টির মধ্যে কি এমন অপকর্ম ও নিকৃষ্ট কাজের জন্য তোমরাই শুধু রয়ে গেলে? বিশ্বে আরো বহু লোকই তো রয়েছে। তাদেরকে দেখে তোমাদের লজ্জাবোধ করা উচিত।'

আর এ অর্থও হতে পারে যে, (বিয়ের উপযোগী) বহু সংখ্যক নারী থাকা সত্ত্বেও এমন অপকর্মে লিপ্ত হওয়া চূড়ান্ত পর্যায়েরই অপবিত্রতা ও অশ্লীলতা।

টীকা-১৪৬. যেহেতু বৈধ ও পবিত্রকে বর্জন করে নিষিদ্ধ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়েছো।

টীকা-১৪৭. উপদেশ দান ও এ কাজটাকে মন্দ বলা থেকে,

টীকা-১৪৮. শহর থেকে; এবং তোমাকে এখানে থাকতে দেয়া হবে না।

টীকা-১৪৯. এবং তার প্রতি আমার ভীষণ শত্রুতা রয়েছে। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন–

টীকা-১৫০. তাদের অপকর্মের অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করো।

টীকা-১৫১. অর্থাৎ তাঁর কন্যাদেরকে এবং ঐ সমস্ত লোককে, যাঁরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে।

টীকা-১৫২. যে তাঁর স্ত্রী ছিলো। সে আপন সম্প্রদায়ের অপকর্মে সন্তুষ্ট ছিলো। বস্তুতঃ যে পাপকাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে সে পাপাচারীর শামিল হয়। সে কারণেই, উক্ত বৃদ্ধা ও শাস্তিতে গ্রেফতার হলো এবং সে রক্ষা পায়নি।

টীকা-১৫৩. প্রস্তরসমূহের অথবা গন্ধক ও আগুনের।

টীকা-১৫৪. এ 'বন' 'মাদয়ান'-এর কাছাকাছি ছিলো। এতে বহু বৃক্ষ ও জঙ্গল ছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামকে তাদের দিকে প্রেরণ করেছিলেন, যেমনিভাবে মাদয়ানবাসীদের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। বস্তুতঃ এসব লোক হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালামের সম্প্রদায়ের ছিলো না।

টীকা-১৫৫. এ সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালামের দাওয়াতের এ-ই শিরোনাম ছিলো; কেননা, এ সমস্ত হযরত আল্লাহ্ তা'আলার ভয়, তাঁর আনুগত্য এবং

নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদতের নির্দেশ দিতেন এবং রিসালতের প্রচারের জন্য কোন প্রতিদান গ্রহণ করতেন না। সুতরাং সবাই এটাই বলেছিলেন।

টীকা-১৫৬. মানুষের প্রাপ্য কম দিও না- মাপ ও ওজনে।

টীকা-১৫৭. রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং ক্ষেত-খামার ধ্বংস করে। এটাই ঐসব লোকের অভ্যাস ছিলো। হযরত শু'আয়ব আলায়হিস্ সালাম তাদেরকে তাতে বাধা দিলেন।

টীকা-১৫৮. নবূয়তের অস্বীকারকারীরা নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম সম্পর্কে সাধারণভাবে এ কথাই বলতো, যেমনিভাবে আজকালকার কোন কোন ভ্রান্ত আক্বীদার লোক বলে থাকে।

টীকা-১৫৯. নবূয়তের দাবীতে।

টীকা-১৬০. এবং যে শাস্তির তোমরা উপযোগী। তিনি যে শাস্তি প্রদানে ইচ্ছা করবেন তা-ই তোমাদের উপর আপতিত করবেন।

টীকা-১৬১. যা এভাবেই হয়েছে যে, তাদের নিকট প্রকট গরম পৌঁছলো, বায়ুপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেলো। সাতদিন যাবৎ তারা প্রচণ্ড গরমের শিকার হলো। মাটির নিম্নস্থ কুঠরীতে প্রবেশ করলো; সেখানে আরো অধিক গরম অনুভব করলো। এরপর একখণ্ড মেঘ আসলো। সবাই সেটার নীচে এসে জড়ো হলো। তা থেকে আগুন বর্ষিত হলো আর সবাই জ্বলে গেলো। (এ ঘটনার বিবরণ 'সূরা আ'রাফ' ও 'সূরা হূদ'-এ গত হয়েছে।

টীকা-১৬২. 'রুহুল আমীন' দ্বারা হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামের কথা বুঝানো হয়েছে, যিনি ওহীর আমানতদার।

টীকা-১৬৩. যাতে আপনি তা সংরক্ষিত রাখতে পারেন এবং বুঝতে পারেন ও না ভুলেন। 'হৃদয়'-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এ যে, প্রকৃতপক্ষে সেটাকেই সম্বোধন করা হয়েছে। যাচাই, বিবেক ও বাছাই-ক্ষমতার উৎসস্থলও সেটা। শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেটারই অনুগত ও বাধ্য।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, 'হৃদয়' বিশুদ্ধ হলে সমগ্র শরীর বিশুদ্ধ হয়ে যায়, আর সেটা বিনষ্ট হয়ে গেলে সমগ্র শরীরই বিনষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া, খুশী ও আনন্দ এবং দুঃখ ও ব্যথার স্থান হৃদয়ই। সুতরাং যখন হৃদয় আনন্দিত হয়, তখন সেটার প্রভাব সারা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর পড়ে থাকে। সুতরাং সেটা প্রধানতুল্য হলো। সেটাই হচ্ছে বিবেক বুদ্ধির স্থান। কাজেই, সেটা হচ্ছে নির্বিশেষ পরিচালক। আর শরীয়তের বিধি-নিষেধের প্রয়োগ, যা বিবেক ও বুঝশক্তির সাথে শর্তযুক্ত, তাও সেটার সাথে সম্পৃক্ত।

১৮১. মাপ পূর্ণ করো এবং (মাপে) ঘাটতি-কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা (১৫৬)।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۟

১৮২. এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন করো।

وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۟

১৮৩. এবং লোকদের বস্তুসমূহ কম করে দিওনা আর পৃথিবীতে ফ্যাসাদ ছড়িয়ে বেড়িয়োনা (১৫৭)।

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۟

১৮৪. এবং তাঁকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্ববর্তী সৃষ্টিকেও'

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ۟

১৮৫. তারা বললো, 'আপনার উপর যাদুর প্রভাব পড়েছে;

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ۟

১৮৬. আপনি তো নন, কিন্তু আমাদের মতোই একজন মানুষ (১৫৮), এবং নিশ্চয় আমরা আপনাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكٰذِبِينَ ۟

১৮৭. সুতরাং আমাদের উপর আসমানের কোন একটা খণ্ড ফেলে দিন যদি আপনি সত্য হোন (১৫৯)।'

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ۟

১৮৮. তিনি বললেন, 'আমার প্রতিপালক ভাল জানেন যা তোমাদের কৃতকর্ম রয়েছে (১৬০)।'

قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۟

১৮৯. অতঃপর তারা তাঁকে অস্বীকার করলো। পরে তাদেরকে মেঘ-ছায়াচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করলো। নিশ্চয় তা মহা দিবসের শাস্তি ছিলো (১৬১)।

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۟

১৯০. নিশ্চয় এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান ছিলোনা।

إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۟

১৯১. এবং নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সম্মানের অধিকারী, দয়ালু।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۟

রুকূ' - এগার

১৯২. এবং নিশ্চয় এই ক্বোরআন জগতসমূহের প্রতিপালকের অবতীর্ণ।

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ۟

১৯৩. সেটাকে 'রুহুল আমীন' নিয়ে অবতরণ করেছেন (১৬২)-

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۟

১৯৪. আপনার হৃদয়ের উপর (১৬৩), যাতে আপনি সতর্ক করেন,

عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۟

১৯৫. সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।

بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۟

টীকা-১৬৪. ' إِنَّهُ '-এর মধ্যে (ه) সর্বনাম দ্বারা যদি 'ক্বোরআন' বুঝানো হয়,তবে তার অর্থ এ দাঁড়াবে- 'সেটার উল্লেখ সমস্ত আসমানী কিতাবের মধ্যে রয়েছে।' আর যদি বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের কথা বুঝানো হয় তবে এ অর্থ দাঁড়াবে- 'পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী উল্লেখিত রয়েছে।'

টীকা-১৬৫. বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নবূয়ত ও রিসালতের সত্যতার উপর

টীকা-১৬৬. তাদের কিতাবাদির মাধ্যমে এবং লোকদেরকে সংবাদ দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হুমা বলেছেন যে, মক্কাবাসীগণ মদীনা মুনাওয়ারার ইহুদীদের নিকট তাদের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রেরণ করেছিলো যে, শেষ যমানার নবী বিশ্বকুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তাদের কিতাবাদির মধ্যে কি বিবরণ রয়েছে? এর জবাবে ইহুদী আলিমগণ এটাই দিয়েছে যে, এটাই তাঁর আবির্ভাবের যুগ। তাঁর প্রশংসা ও গুণাবলী তাওরীতের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। ইহুদী আলিমদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সালাম, ইবনে ইয়ামীন, সা'লাবাহ্, আসাদ এবং উসায়দ- এসব হযরত, যাঁরা তাওরীতের মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওসাল্লামের গুণাবলীর বর্ণনা পাঠ করেছিলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছেন।

১৯৬. এবং নিশ্চয় সেটার চর্চা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের মধ্যে রয়েছে (১৬৪)।	وَاِنَّهٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ ﴿۱۹۶﴾
১৯৭. এবং এটা কি তাদের জন্য নিদর্শন ছিলো না (১৬৫) যে, এ নবীকে জানে বনী ইস্রাঈলের আলিমগণ (১৬৬)।	اَوَلَمْ یَكُنْ لَّهُمْ اٰیَةً اَنْ یَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ ﴿۱۹۷﴾
১৯৮. এবং যদি আমি সেটাকে কোন অনারবীয় ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করতাম;	وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِیْنَ ﴿۱۹۸﴾
১৯৯. অতঃপর সে তা তাদেরকে পাঠ করে শুনাতো, তবুও সেটার উপর ঈমান আনতো না (১৬৭)।	فَقَرَاَهٗ عَلَیْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۹۹﴾
২০০. আমি এভাবেই অস্বীকার করাকে সঞ্চার করে দিয়েছি অপরাধীদের অন্তরে (১৬৮)।	كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِیْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿۲۰۰﴾
২০১. তারা সেটার উপর ঈমান আনবে না যতক্ষণ না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে;	لَا یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى یَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِیْمَ ﴿۲۰۱﴾
২০২. অতঃপর তা আকস্মিকভাবে তাদের উপর এসে পড়বে, আর তাদের খবরও হবেনা;	فَیَاْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۲۰۲﴾
২০৩. অতঃপর বলবে, 'আমাদেরকে কি কিছু অবকাশ দেয়া হবে (১৬৯)?'	فَیَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ ﴿۲۰۳﴾
২০৪. তবে কি তারা আমার শাস্তিকে ত্বরান্বিত করছে?	اَفَبِعَذَابِنَا یَسْتَعْجِلُوْنَ ﴿۲۰۴﴾

টীকা-১৬৭. অর্থএ যে, আমি এ ক্বোরআন শরীফ এক ভাষা-অলংকার শাস্ত্র বিশারদ আরবী নবীর উপর অবতীর্ণ করেছি; যাঁর ভাষাশিল্প (فصاحت) আরবদের নিকট সর্বজন স্বীকৃত। আর তারা জানে যে, ক্বোরআনের সাথে মুকাবিলা করা অসম্ভব। সেটার সমতুল্য একটা মাত্র ছোট সূরা রচনা করতেও সমগ্র বিশ্ব অক্ষম। এতদ্ব্যতীত, কিতাবী সম্প্রদায়ের বিজ্ঞ ব্যক্তিদের এ মর্মে ঐকমত্য রয়েছে যে, সেটা অবতীর্ণ হবার পূর্বে তা অবতীর্ণ হবার সুসংবাদ এবং এ নবীর গুণাবলীর বিবরণ তাদের কিতাবসমূহের মধ্যে তারা পেয়েছে। এটা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, এ নবী আল্লাহ্রই প্রেরিত এবং এই কিতাবও তাঁরই অবতীর্ণ; আর কাফিরগণ, যারা বিভিন্ন ধরণের অনর্থক কথাবার্তা এই কিতাব সম্পর্কে বলে, সবই অবাস্তব আর খোদ্ কাফিরগণও হতভম্ব যে, সেটার বিরুদ্ধে কি মন্তব্য করবে! এ জন্যই তারা সেটাকে কখনো 'পূর্ববর্তীদের কিচ্ছা-কাহিনী' বলে, কখনো বলে, 'কবিতা', কখনো 'যাদু' আর কখনো এ যে, আল্লাহ্র আশ্রয়, সেটাকে নাকি খোদ্ বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রচনা করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সেটার সম্পর্কও নাকি ভুলভাবে করে দিয়েছেন। এ ধরণের অনর্থক আপত্তি গোঁড়া ব্যক্তিই সর্বাবস্থায় করতে পারে। এমনকি, যদি এ কথা ধরে নেয়া হয় যে, এ ক্বোরআন কোন অনারবীয় ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করা হতো, যে আরবী ভাষায় দক্ষতা রাখেনা এবং এতদ্‌সত্ত্বেও সে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্বোরআন পাঠ করে শুনাতো তবুও এসব লোক ঐ ধরণের কুফর করতো যেভাবে তারা এখন কুফর ও অস্বীকার করেছে। কেননা, তাদের কুফর ও অস্বীকার করার কারণ হচ্ছে- গোঁড়ামীই।

টীকা-১৬৮. অর্থাৎ ঐসব কাফিরের, যাদের কুফর অবলম্বন করা এবং সেটার উপর অটল থাকা আমার জানা আছে। সুতরাং তাদের জন্য হিদায়ত করার যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তারা কুফর থেকে ফিরে আসার নয়।

টীকা-১৬৯. যাতে আমরা ঈমান আনতে পারি এবং সত্যায়ন করে নিই; কিন্তু তখন অবকাশ পাওয়া যাবেনা। যখন বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে ঐ শাস্তির খবর দিলেন, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপবশতঃ বলতে লাগলো, "এ শাস্তি কবে আসবে?" এর জবাবে আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ ফরমান-

টীকা-১৭০. এবং তৎক্ষণাৎ ধ্বংস না করি,

টীকা-১৭১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শাস্তি।

টীকা-১৭২. অর্থাৎ পার্থিব জীবন এবং সেটার আরাম-আয়েশ, তা দীর্ঘস্থায়ী হলেও তা না শাস্তিকে রোধ করতে পারবে, না সেটার কঠোরতাকে হ্রাস করতে পারবে।

টীকা-১৭৩. প্রথমে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে দিই, সতর্ককারীদের প্রেরণ করি। এরপরেও যেসব লোক সৎপথে আসে না এবং সত্যকে গ্রহণ করেনা তাদেরকে শাস্তি দিই।

২০৫. ভালো, দেখোতো, যদি আমি কয়েকটা বছর তাদেরকে ভোগ করতে দিই (১৭০);

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ

২০৬. অতঃপর এসে পড়ে তাদের উপর যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হচ্ছে (১৭১);

ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ

২০৭. তবে কি কাজে আসবে তাদের, যা তারা ভোগ করে এসেছিলো (১৭২)?

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ

২০৮. এবং আমি কোন বস্তিকে ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিলোনা-

وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ

২০৯. উপদেশের জন্য; এবং আমি যুলুম করিনা (১৭৩)।

ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَٰلِمِينَ

২১০. এবং এ ক্বোরআনকে নিয়ে শয়তান অবতীর্ণ হয়নি (১৭৪)।

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَٰطِينُ

২১১. এবং তারা এর উপযোগীও নয় (১৭৫) এবং না তারা এমন করতে পারে (১৭৬)।

وَمَا يَنۢبَغِى لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

২১২. তাদেরকে তো শ্রবণ করার স্থান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছে (১৭৭)।

إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

২১৩. অতএব, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদার পূজা করো না। করলে, তোমার উপর শাস্তি হবে।

فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ

২১৪. এবং হে মাহবুব! আপন নিকটাত্মীয়-বর্গকে সতর্ক করুন (১৭৮)।

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ

২১৫. এবং আপন দয়ার ডানা প্রসারিত করুন (১৭৯), আপন অনুসারী মুসলমানদের জন্য (১৮০)।

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

২১৬. সুতরাং যদি তারা আপনার নির্দেশ অমান্য করে, তবে বলে দিন, 'আমি তোমাদের কর্মসমূহের সাথে সম্পর্কহীন।'

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

২১৭. এবং তাঁরই উপর নির্ভর করুন, যিনি পরম সম্মানিত, দয়ালু (১৮১);

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ

২১৮. যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দণ্ডায়মান হোন (১৮২)।

ٱلَّذِى يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ

২১৯. এবং নামাযীদের মধ্যে আপনার পরিদর্শনার্থে ভ্রমণকেও (১৮৩)।

وَتَقَلُّبَكَ فِى ٱلسَّٰجِدِينَ

টীকা-১৭৪. এতে কাফিরদের প্রতি খণ্ডন রয়েছে, যারা বলতো যে, 'যেভাবে শয়তানগণ গণকদের নিকট আসমানী সংবাদসমূহ নিয়ে আসে, অনুরূপভাবে, আল্লাহ্‌রই আশ্রয়! হযরত বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট ক্বোরআন নিয়ে আসে।' এ আয়াতে তাদের এই ধারণাকে বাতিল করে দিয়েছেন যে, এটা ভুল।

টীকা-১৭৫. যে, ক্বোরআন নিয়ে আসবে!

টীকা-১৭৬. কেননা, এটা তাদের ক্ষমতার বাইরে।

টীকা-১৭৭. অর্থাৎ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের প্রতি যেই ওহী করা হয় সেটাকে আল্লাহ্ সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরিশ্‌তা তা রসূলের দরবারে পৌঁছিয়ে দেন ততক্ষণ পর্যন্ত শয়তানগণ তাঁর নিকট থেকে তা শুনতে পায় না। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা আপন বান্দাদেরকে এরশাদ ফরমাচ্ছেন,

টীকা-১৭৮. হুযূর (দঃ)-এর নিকটাত্মীয়-স্বজন হচ্ছেন- 'বনী হাশিম' ও 'বনী মুত্তালিব'। হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে সতর্ক করেছেন এবং আল্লাহ্‌র ভয় দেখিয়েছেন। যেমন- বিশুদ্ধ হাদীস শরীফসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা-১৭৯. অর্থাৎ (তাদের প্রতি) করুণা ও দয়া পরবশ হোন!

টীকা-১৮০. যারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে আপনার উপর ঈমান এনেছে- চাই তারা আপনার নিকটাত্মীয় হোক, কিংবা না-ই হোক।

টীকা-১৮১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা। আপনি আপনার সমস্ত কাজ তাঁরই প্রতি সোপর্দ করুন।

টীকা-১৮২. নামাযের জন্য অথবা দো'আর জন্য, অথবা ঐ সমস্ত স্থান, যেখানে আপনি থাকবেন।

টীকা-১৮৩. যখন আপনি আপনার তাহাজ্জুদ-নামায আদায়কারী সাহাবীদের অবস্থাদি পরিদর্শন করার জন্য রাতে ভ্রমণ করেন। কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, অর্থ এ যে, 'যখন আপনি ইমাম হয়ে নামায আদায় করেন এবং ক্বিয়াম, রুকূ', সাজদা ও বৈঠক সম্পন্ন করেন'

কোন কোন তাফসীরকারক বলেন, অর্থ এ যে, 'তিনি আপনার দৃষ্টির পরিভ্রমণ প্রত্যক্ষ করেন নামাযসমূহের মধ্যে। কারণ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্মুখে ও পশ্চাতে সমানভাবে দেখতে পান।'

হযরত আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে- "আল্লাহ্‌র শপথ, আমার নিকট তোমাদের হৃদয়ের নম্রতা ও তোমাদের রুকূ' গোপন নয়। আমি তোমাদেরকে আমার সম্মুখ-পশ্চাত- উভয় দিক থেকে দেখি।"

কোন কোন তাফসীরকারক বলেছেন, "এই আয়াতে 'সাজিদীন' (سـاجـدين) দ্বারা মু'মিনদের বুঝানো হয়েছে। আর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, হযরত আদম ও হাওয়া আলায়হিমাস্ সালাম-এর যমানা থেকে আরম্ভ করে হযরত আবদুল্লাহ্ ও আমিনা খাতুন -এর যমানা পর্যন্ত মু'মিনদেরই ঔরশ ও গর্ভে তাঁর (দঃ) স্থানান্তরিত হওয়া প্রত্যক্ষ করেন।' এ থেকে প্রমাণিত হলো যে, আপনার (দঃ) সমস্ত 'উসূল' বা পিতৃপুরুষ হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সবাই মু'মিন। (মাদারিক, জুমাল ইত্যাদি)

টীকা-১৮৪. তোমাদের কথাবার্তা ও কার্যকলাপ এবং তোমাদের নিয়ত সম্পর্কে। এর পর আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব মুশরিকের খণ্ডনে, যারা বলতো, "মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর শয়তানগণ অবতীর্ণ হয়", এ এরশাদ করেন-

টীকা-১৮৫. 'মুসায়লামাহ্' প্রমুখ গণকের মতো;

টীকা-১৮৬. যা তারা ফিরিশ্‌তাদের নিকট শুনতে পেয়েছে

২২০. নিশ্চয় তিনিই শুনেন, জানেন (১৮৪)। — إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

২২১. আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো- কার নিকট অবতীর্ণ হয় শয়তানগণ? — هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ

২২২. সে অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক জঘন্য অপবাদ রটনাকারী পাপীর নিকট (১৮৫); — تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

২২৩. শয়তানগণ তাদের শ্রুত কথা (১৮৬) তাদের প্রতি নিক্ষেপ করে এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যাবাদী (১৮৭)। — يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

২২৪. এবং কবিগণের অনুসরণ পথভ্রষ্টরাই করে থাকে (১৮৮)। — وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

২২৫. আপনি কি দেখেন নি যে, তারা প্রত্যেকটি উপত্যকায় হতাশার মধ্যে ঘুরে বেড়ায় (১৮৯)? — أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ

২২৬. এবং তারা তাই বলে যা করেনা (১৯০); — وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

২২৭. কিন্তু ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে (১৯১), অধিক — إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

টীকা-১৮৭. কেননা, তারা ফিরিশ্‌তাদের নিকট থেকে শ্রুত কথাবার্তার সাথে নিজ থেকে বহু মিথ্যা কথাবার্তা সংযোজন করে দেয়।

হাদীস শরীফে আছে, একটা কথা যদি শুনে তবে সেটার সাথে শত মিথ্যা সংযোজন করে দেয়। আর এটাও ততদিন পর্যন্ত ছিলো যতদিন পর্যন্ত তাদেরকে আসমান পর্যন্ত পৌঁছতে বাধা দেয়া হতো না।

টীকা-১৮৮. তাদের কবিতাগুলোর মধ্যে, যেগুলো তারা আবৃত্তি করে, প্রচলন দেয়, এতদ্‌সত্ত্বেও যে, সে কবিতাগুলো মিথ্যা ও বাস্তবতা-বিবর্জিত হয়ে থাকে।

শানে নুযূলঃ এ আয়াত কাফির কবিদের প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়, যারা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সমালোচনা করে কবিতা রচনা করতো। আর বলতো যে, 'মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যেমন বলেন, আমরাও তেমনি বলতে পারি।" আর তাদের সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের নিকট থেকে উক্ত কবিতাগুলো সংকলন করতো। সেসব লোকেরই প্রতি এ আয়াতের মধ্যে তিরস্কার করা হয়েছে।

টীকা-১৮৯. এবং সব ধরণের মিথ্যা কথা রচনা করে নেয় এবং বিভিন্ন ধরণের অনর্থক ও ভিত্তিহীন কথা বানাতো, মিথ্যা প্রশংসা করতো ও মিথ্যা দুর্নাম করতো।

টীকা-১৯০. বোখারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে যে, যদি কারো শরীর পুঁজ ভর্তি হয়ে যায়, তবে এটা তার জন্য তদপেক্ষা উত্তম যে, তা কবিতায় পূর্ণ হবে। মুসলমান কবিগণ, যাঁরা এ পন্থাটা বর্জন করে তাঁরা এ বিধানের অন্তর্ভূক্ত নয়।

টীকা-১৯১. এ আয়াতের মধ্যে ইসলামী কবিগণকে পৃথক করা হয়েছে। তাঁরা বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা বাক্য রচনা করেন, আল্লাহ্ তা'আলার হাম্‌দ লিখেন, ইসলামের প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেন, উপদেশাবলী লিখেন। এর উপর প্রতিদান ও সাওয়াব লাভ করেন।

বোখারী শরীফে বর্ণিত হয়, "মসজিদে নববীতে হযরত হাস্‌সান রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য মিম্বর বিছানো হতো। তিনি সেটার উপর দণ্ডায়মান হয়ে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের গৌরবময় গুণাবলী বর্ণনা করতেন আর কাফিরদের সমালোচনার খণ্ডন করতেন। ইত্যবসরে, বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দো'আ করতে থাকতেন।" বোখারী শরীফের হাদীসে আছে যে, হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "কোন কোন কবিতা হিকমতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে।" হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের বরকতময় মজলিসে অধিকাংশ সময়ে কবিতা পাঠ করা হতো। যেমন– তিরমিযী শরীফের হাদীসে হযরত জাবির ইবনে সা'মুরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেছেন, "কবিতা হচ্ছে 'উক্তি'– কিছু কিছু ভালো হয় আর কিছু কিছু হয় মন্দ। ভালটুকু গ্রহণ করো আর মন্দটুকু বর্জন করো।"

শা'আবী বলেছেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলতেন, ''হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কবিতা রচনাকারী ছিলেন।"

টীকা-১৯২. এবং কবিতা তাদের জন্য আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে নিবৃত্ত থাকার কারণ হতে পারেনি; বরং ঐ সমস্ত লোক যখন কবিতা পাঠ করেন,তখন তাঁরা আল্লাহ্‌র তা'আলার হাম্‌দ বা প্রশংসা ও তাঁর একত্ববাদ, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা, সাহাবা-ই-কেরাম ও উম্মতের সৎ-কর্মপরায়ণ বান্দাদের প্রশংসা, প্রজ্ঞা ও উপদেশ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য সংসারের অনাসক্তি ও খোদাভীরুতার নিয়মাবলীর প্রসঙ্গেই পাঠ করেন।

টীকা-১৯৩. কাফিরদের বিরুদ্ধে, তাদের অন্যায় সমালোচনার বিরুদ্ধে

টীকা-১৯৪. কাফিরদের দিক থেকে। যেহেতু, তারা মুসলমানদের ও তাঁদের নেতৃবর্গের দুর্নাম রটনা করেছে। সেসব হযরত তা প্রতিহত করেছেন ও তাদের খণ্ডন করেছেন। এটা মন্দ নয়; বরং প্রতিদান ও সাওয়াবের উপযোগী।

হাদীস শরীফে আছে যে, মু'মিনগণ আপন তরবারী দ্বারাও জিহাদ করেন, আপন রসনা দ্বারাও। এটা ঐসব হযরতের জিহাদই।

টীকা-১৯৫. অর্থাৎ মুশরিকগণ, যাঁরা পবিত্রকুল সরদার, সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের দুর্ণাম রটনা করেছে।

টীকা-১৯৬. মৃত্যুর পর। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন, জাহান্নামের দিকে; বস্তুতঃ তা অতীব মন্দ ঠিকানা। ★

****

টীকা-১. 'সূরা নামল' মক্কী; এতে ৭টি রুকূ', ৯৩টি আয়াত, এক হাজার তিনশ সতেরটি পদ এবং চার হাজার সাতশ নিরানব্বইটি বর্ণ রয়েছে।

وَ ذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا ؕ وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْۤا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ ﴿۲۲۷﴾

পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করেছে (১৯২) এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে (১৯৩) এর পর যে, তাদের উপর যুলুম হয়েছে (১৯৪) এবং শীঘ্রই জানবে যালিমগণ (১৯৫) যে, কোন্‌ পার্শ্বের উপর তারা পলট খাবে (১৯৬)। ★

সূরা নাম্‌ল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নাম্‌ল মক্কী	আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময় (১)।	আয়াত-৯৩ রুকূ'-৭

রুকূ' – এক

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ﴿۱﴾ هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ﴿۳﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ﴿۵﴾

১. তোয়া-সীন। এ গুলো আয়াত ক্বোরআন ও উজ্জ্বল কিতাবের (২);

২. পথ-নির্দেশ ও সুসংবাদ ঈমানদারদের জন্য।

৩. ঐসব লোক, যারা নামায কায়েম রাখে (৩) ও যাকাত প্রদান করে (৪) এবং যারা আখিরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

৪. ঐসব লোক, যারা পরকালের উপর ঈমান আনে না, আমি তাদের কৃতকর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে দেখিয়েছি (৫), ফলে তারা বিভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৫. এরা তারাই, যাদের জন্য মন্দ শাস্তি রয়েছে (৬) এবং এরাই আখিরাতে সর্বাপেক্ষা অধিক

টীকা-২. যা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দেয় এবং যাতে জ্ঞান ও বস্তিবজ্ঞান গচ্ছিত রাখা হয়েছে।

টীকা-৩. এবং সেটা নিয়মিতভাবে পালন করে এবং সেটার শর্তাবলী, নিয়মাবলী ও সমস্ত কর্তব্যের প্রতি যত্নবান হয়।

টীকা-৪. আনন্দচিত্তে

টীকা-৫. যে, তারা স্বীয় দোষ-ত্রুটিকে কাম-প্রবৃত্তির কারণে, পূণ্যময় মনে করে,

টীকা-৬. পৃথিবীতে হত্যা ও গ্রেফতার

★ 'সূরা শু'আরা' সমাপ্ত।

ক্ষতিগ্রস্ত (৭)।

৬. এবং নিশ্চয় তোমাদেরকে ক্বোরআন শিক্ষা দেয়া হচ্ছে প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানীর নিকট থেকে (৮)।

৭. যখন মূসা তার পরিবারকে বললো (৯), 'এক আগুন আমার নজরে পড়েছে, অনতিবিলম্বে আমি তোমাদের নিকট সেটার কোন খবর নিয়ে আসছি, অথবা তা থেকে কোন জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে আসবো, যাতে তোমরা আগুন পোহাতে পারো (১০)।'

৮. অতঃপর যখন আগুনের নিকট আসলো তখন ঘোষণা করা হলো যে, 'কল্যাণ দেয়া হয়েছে তাকে, যে এ আগুনের আলোময় ভূমিতে রয়েছে, অর্থাৎ মূসা (আলায়হিস সালামকে) এবং (তাদেরকে) যারা সেটার আশপাশে রয়েছে অর্থাৎ ফিরিশ্‌তাগণ (১১) এবং পবিত্রতা আল্লাহ্‌র, যিনি প্রতিপালক সমগ্র জাহানের।

৯. হে মূসা! কথা হচ্ছে এ যে, 'আমিই হই আল্লাহ্‌- পরম সম্মানিত, প্রজ্ঞাময়।

১০. এবং আপন লাঠি নিক্ষেপ করো (১২)।' অতঃপর যখন মূসা দেখলো সেটা কুটিল গতিতে ছুটাছুটি করছে সাপের ন্যায় তখন সে পেছনের দিকে ফিরে চলে গেলো এবং ফিরেও দেখলো না। আমি বললাম, 'হে মূসা! ভয় করোনা, নিশ্চয় আমার সান্নিধ্যে রসূলগণের ভয় থাকে না (১৩)।

১১. হাঁ, যে কেউ সীমাতিক্রম করে (১৪), অতঃপর মন্দকর্মের পর সৎকর্ম দ্বারা পরিবর্তন করে, তবে নিশ্চয় আমি ক্ষমাশীল, দয়ালু (১৫)।

১২. এবং আপন হাত নিজ বক্ষ-পার্শ্বের বস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাও। তা বের হয়ে আসবে শুভ্র আলোকিত নির্দোষ হয়ে (১৬); নয়টা নিদর্শনের অন্তর্ভূক্ত (১৭)- ফির্‌আউন ও তার সম্প্রদায়ের প্রতি। নিশ্চয় তারা নির্দেশ অমান্যকারী লোক।'

১৩. অতঃপর যখন আমার নিদর্শনসমূহ চোখ-খোলার মতো হয়ে তাদের নিকট আসলো (১৮) তখন তারা বললো, 'এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।'

১৪. এবং সেগুলোকে অস্বীকার করলো, অথচ তাদের অন্তরগুলোতে সেগুলোর (সত্যতার) নিশ্চিত বিশ্বাস ছিলো (১৯), যুলুম ও অহংকারবশতঃ; সুতরাং দেখো, কেমন পরিণতি হয়েছে অশান্তি সৃষ্টিকারীদের (২০)।

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۝٦

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۝٧

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨

يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٩

وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝١٠

إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝١١

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝١٢

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝١٣

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝١٤

টীকা-৭. যে, তাদের পরিণতি চিরস্থায়ী শাস্তি। এর পর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হচ্ছে-

টীকা-৮. এর পর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামের একটা ঘটনা বর্ণনা করা হচ্ছে, যা জ্ঞানের সুক্ষ্ম বিষয়সমূহ ও প্রজ্ঞার বিস্ময়কর বিষয়াদি সম্বলিত।

টীকা-৯. 'মাদ্‌য়ান' থেকে মিশরাভিমুখে সফর করার সময় পথিমধ্যে রাতের অন্ধকারে যখন বরফ বর্ষণের কারণে প্রচণ্ড শীত পড়ছিলো এবং রাস্তা হারিয়ে গিয়েছিলো আর বিবি সাহেবার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়েছিলো।

টীকা-১০. এবং শীতের কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পেতে পারো।

টীকা-১১. এটা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের প্রতি অভিবাদন- আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে কল্যাণ সহকারে

টীকা-১২. সুতরাং হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহ্‌র নির্দেশে লাঠি নিক্ষেপ করলেন আর তা সাপ হয়ে গেলো।

টীকা-১৩. না এ সাপের, না অন্য কোন কিছুর। অর্থাৎ যখন আমি তাঁকে নিরাপত্তা দিই তখন আবার আশংকা কিসের?

টীকা-১৪. ভয় তারই হবে। আর সেও যখন তাওবা করে-

টীকা-১৫. 'তাওবা' কবূল করে নিই এবং ক্ষমা করি। এরপর হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস সালামকে অপর নিদর্শন দেখানো হয়েছে এবং এরশাদ হয়েছে-

টীকা-১৬. এটা হচ্ছে নিদর্শন ঐসব

টীকা-১৭. যেগুলো সহকারে রসূল করে পাঠানো হয়েছে-

টীকা-১৮. অর্থাৎ তাদেরকে মু'জিযা দেখানো হয়েছে,

টীকা-১৯. এবং তারা জানতো যে, নিশ্চয় এসব নিদর্শন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে; কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও তারা তাদের মুখে অস্বীকার করতে থাকে।

টীকা-২০. যে, তাদেরকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা হয়েছে।

টীকা-২১. অর্থাৎ 'বিচার সম্পর্কীয় ও রাজনৈতিক জ্ঞান। আর হযরত দাঊদ (আলায়হিস্ সালাম)-কে পর্বতমালা ও পক্ষীকুলের 'তাস্‌বীহ্'-সম্পর্কীয় জ্ঞান দিয়েছি এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামকে চতুষ্পদ জন্তু ও পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দিয়েছি।' (খাযিন)

টীকা-২২. 'নবূয়ত' ও 'বাদশাহী' দান করে এবং জিন্, মানব ও শয়তানদেরকে অনুগত করে।

টীকা-২৩. নবূয়ত, জ্ঞান ও বাদশাহীর ক্ষেত্রে

টীকা-২৪. অর্থাৎ অধিক পরিমাণে দুনিয়া ও আখিরাতের নি'মাত আমাকে দান করা হয়েছে।

টীকা-২৫. বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাতু ওয়াত তাস্‌লীমাতকে আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্তের বাদশাহী দান করেছেন। দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর যাবৎ তিনি এ বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক বা বাদশাহ্ ছিলেন। অতঃপর সমগ্র দুনিয়াব্যাপী রাজত্ব দান করেন। জিন্, মানব, শয়তান, পক্ষীকুল, চতুষ্পদ পশু এবং হিংস্র জন্তু– সবারই উপর তাঁর শাসন চলতো। প্রত্যেকের ভাষা তাঁকে দান করেছেন এবং অত্যাশ্চর্য শিল্পাদি তাঁর যুগে কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পায়।

টীকা-২৬. সম্মুখে অগ্রসর হওয়া থেকে, যাতে সবাই সমবেত হয়ে যায়, অতঃপর পরিচালিত হতো।

রুকূ' - দুই

১৫. এবং নিশ্চয় আমি দাউদ ও সুলায়মানকে বড় জ্ঞান দান করেছি (২১) এবং তারা উভয়ে বলেছে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু ঈমানদার বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (২২)।'

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا ۚ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٥﴾

১৬. এবং সুলায়মান দাউদের স্থলাভিষিক্ত হলো (২৩) এবং বললো, 'হে লোকেরা! আমাকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক কিছু থেকে আমাকে দেয়া হয়েছে (২৪)। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট অনুগ্রহ (২৫)।'

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ ﴿١٦﴾

১৭. এবং সমবেত করা হয়েছে সুলায়মানের জন্য তাঁর সৈন্য বাহিনীকে– জিন্, মানুষ ও পক্ষীকুল থেকে। সুতরাং তাদেরকে বাধা দেয়া হতো (২৬)।

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾

১৮. এমন কি যখন তারা পিপীলিকাগুলোর উপত্যকায় এসে পৌঁছলো (২৭), তখন একটা পিপীলিকা বললো (২৮), হে পিপীলিকাকুল! আপন আপন গৃহে চলে যাও; যাতে তোমাদেরকে পদদলিত না করে সুলায়মান ও তাঁর সৈন্যবাহিনী, অজ্ঞাতসারে (২৯)।

حَتّٰۤى اِذَاۤ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰۤاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾

টীকা-২৭. অর্থাৎ তায়েফ অথবা শাম-দেশে (সিরিয়া)। ঐ উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন, যেখানে প্রচুর পিপীলিকা ছিলো।

টীকা-২৮. যে পিপীলিকাগুলোর রাণী ছিলো। সেটা খোঁড়া ছিলো।

একটি সূক্ষ্ম বিষয়ঃ যখন হযরত ক্বাতাদাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু কূফায় প্রবেশ করলেন, আর সেখানকার অধিবাসীরা তাঁর প্রতি বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়লো, তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, "তোমরা যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করো।" হযরত আবূ হানীফা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু তখন যুবক ছিলেন। তিনি বললেন, "হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের পিপীলিকাটি নারী জাতীয় ছিলো, না পুরুষ জাতীয়?" হযরত ক্বাতাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হু) নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তখন ইমাম সাহেব বললেন, "সেটা নারী জাতীয় ছিলো।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, "এটা আপনি কি করে জানতে পারলেন?" তিনি বললেন, "ক্বোরআন করীমে এরশাদ হয়েছে – قَالَتْ نَمْلَةٌ ; যদি নর হতো তবে ক্বোরআন শরীফে قَالَ نَمْلٌ এরশাদ করা হতো। ★ সুবহানাল্লাহ্! (আল্লাহ্‌রই পবিত্রতা!) এতে হযরত ইমামের জ্ঞান-গভীরতারই অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়।

মোটকথা, যখন ঐ পিপীলিকা-রাণী হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের সৈন্য বাহিনীকে দেখতে পেলো তখন বলতে লাগলো–

টীকা-২৯. এটা সে এ জন্যই বলেছিলো যে, সে জানতো, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম নবী, ন্যায় বিচারক। জোর-যুলুম তাঁর কাজ নয়। তবুও যদি তাঁর সৈন্য বাহিনী দ্বারা পিপীলিকাগুলো পদদলিতও হয়ে যায় তাহলে তাঁর অজ্ঞাতসারেই পদদলিত হবে– যখন তাঁরা পথ অতিক্রম করতে থাকবেন আর এ দিকে তাঁরা ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

পিপীলিকা রাণীর এ কথা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম তিন মাইল দূরে থাকতেই শুনতে পান। বাতাস প্রত্যেকটা ব্যক্তির আওয়াজ তাঁর বরকতময়

★ অর্থাৎ قَالَتْ স্ত্রীবাচক ক্রিয়া। আর نَمْلَةٌ -ও স্ত্রীবাচক বিশেষ্য। পিপীলিকাটা নর হলে نَمْلٌ আর তজ্জন্য ক্রিয়াও قَالَ ব্যবহৃত হতো।

কানে পৌছিয়ে দিতো। যখন তিনি পিপীলিকাকুলের উপত্যাকায় পৌছলেন, তখন তিনি আপন সৈন্য-বাহিনীকে যাত্রা বিরতির নির্দেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত পিপীলিকাগুলো আপন আপন গর্তে প্রবেশ করলো।

হযরত সুলায়মান আলায়হিস সালামের এ ভ্রমণ যদিও বাতাসের উপর দিয়ে ছিলো তবুও এটা অসম্ভব ছিলো না যে, এ স্থানটা তাঁর অবতরণস্থল হতো।

১৯. অতঃপর (সুলায়মান) তার উক্তিতে মৃদু হাসলো (৩০) এবং আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি তোমার ঐ অনুগ্রহের, যা তুমি (৩১) আমার উপর এবং আমার মাতা-পিতার উপর করেছো; এবং যাতে আমি ঐ সৎকাজ করতে পারি, যা তোমার পছন্দ হয় এবংআমাকে আপন করুণায় ঐসববান্দাদের শ্রেণীভূক্ত করো,যাঁরা তোমার বিশেষ নৈকট্যের উপযোগী (৩২)।'

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٩﴾

২০. এবং পক্ষীগুলোর সন্ধান নিলো, অতঃপর বললো, 'আমার কি হলো যে, আমি হুদহুদকে দেখতে পাচ্ছি না, না সে বাস্তবিক পক্ষেই অনুপস্থিত?

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾

২১. অবশ্যই আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেবো (৩৩) অথবা যবেহ করবো, অথবা সে কোন সুস্পষ্টপ্রমাণ আমার নিকট নিয়ে আসবে (৩৪)।'

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾

২২. অতঃপর হুদহুদ দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করেনি এবংএসে (৩৫) আরয করলো, 'আমি ঐ বিষয় দেখে এসেছি, যা হুযূর, (আপনি) দেখেন নি ★ এবং আমি 'সাবা শহর' থেকে হুযূরের নিকট একটা নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি।

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

২৩. আমি এক নারীকে দেখেছি (৩৬), যে তাদের উপর বাদশাহী করছে এবং তাকে সবকিছু থেকে দেয়া হয়েছে (৩৭) এবং তার এক বিরাট সিংহাসন আছে (৩৮)।

إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾

২৪. আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখতে পেলাম যে, তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে সূর্যকে সাজদা করছে (৩৯) এবং শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করে তাদেরকে সরল পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে (৪০); সুতরাং তারা সৎপথ পাচ্ছে না।'

وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾

২৫. তারা কেন সাজদা করছে না আল্লাহকে, যিনি প্রকাশ করেন আসমান-সমূহ ও যমীনের লুকায়িত বস্তুসমূহকে (৪১) এবং জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো

أَلَّا يَسْجُدُوا لِلّٰهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ

টীকা-৩০. নবীগণের হাসি মুচকি হাসিই হয়ে থাকে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে "ঐসব হযরত কখনো অট্টহাসি হাসেন না।"

টীকা-৩১. নবূয়ত, রাজত্ব ও জ্ঞান দান করে

টীকা-৩২. সম্মানিত নবীগণ ও ওলীগণ।

টীকা-৩৩. তার পাখা ছিন্ন করে, অথবা তাকে তার প্রিয়জনদের নিকট থেকে পৃথক করে, অথবা তাকে তার সম-সাময়িকদের দাসে পরিণত করে, অথবা তাকে অন্যান্য পশুর সাথে বন্দী করে। আর হুদহুদকে প্রয়োজন মতো শাস্তি প্রদান করা তাঁর জন্য বৈধ ছিলো। আর যখন পক্ষীকুলকে তাঁর অনুগত করা হয়েছিলো,তখন তাকে আদব শিক্ষা দেয়া ও শাসন করা উক্ত অনুগত রাখারপন্থাই।

টীকা-৩৪. যাতে তার অপারগতাই প্রকাশ পায়।

টীকা-৩৫. অত্যন্ত অক্ষমতা ও বিনয় এবং আদব ও নম্রতা প্রকাশপূর্বক ক্ষমা চেয়ে

টীকা-৩৬. যার নাম 'বিলক্বীস' (বিনতে শারজীল ইব্‌নে মালিক ইব্‌নে রাইয়্যান)

টীকা-৩৭. যা বাদশাহ্‌গণের জন্য উপযোগী হয়;

টীকা-৩৮. যেটার দৈর্ঘ্য ৮০ গজ ও প্রস্থ ৪০ গজ, স্বর্ণ-রৌপ্যের উপাদান দ্বারা খচিত।

টীকা-৩৯. কেননা, ঐসব লোক অগ্নি ও সূর্য-পূজারী ছিলো

টীকা-৪০. 'সরল পথ' দ্বারা সত্যের পথ ও 'দ্বীন-ইসলাম' বুঝায়;

টীকা-৪১. আসমানের 'লুক্কায়িত বস্তু' দ্বারা 'বৃষ্টি' এবং 'যমীনের লুক্কায়িত বস্তু' দ্বারা 'উদ্ভিদ' বুঝানো হয়েছে।

★ অর্থাৎ আপনি ইয়েমেন গিয়ে দেখেন নি। বস্তুতঃ তিনি সেখানে যাননি। স্মরণ রাখা দরকার যে, 'কাশ্‌ফ'-এর অবস্থায় (অন্তর্দৃষ্টিতে) নবীর নিকট কিছুই গোপন থাকে না; তাঁরা সমগ্র বিশ্বকে অবলোকন করেন। এ কারণে হুদহুদ بِمَا لَمْ تُحِطْ বলেছে। অর্থাৎ 'আপনি প্রত্যক্ষ করে জ্ঞানবেষ্টিত করেননি সেখানে তাশরীফ নিয়ে সফর করে'; لَمْ تَرَ বলেনি। (তাফসীর-ই-নূরুল ইরফান)

وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾
اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٦﴾ السجدة
قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ﴿٢٧﴾
اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ ﴿٢٨﴾
قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْۤ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ ﴿٢٩﴾
اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٣٠﴾
اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿٣١﴾

সাজদাহ্‌-৮

এবং যা কিছু প্রকাশ করো (৪২)।

২৬. আল্লাহ্‌, তিনি ব্যতীত কোন সত্য মা'বুদ নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

২৭. সুলায়মান বললেন, 'এখন আমরা দেখবো যে, তুমি কি সত্য বলেছো, না তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত (৪৩)।

২৮. আমার এ নির্দেশ নিয়ে গিয়ে তাদের উপর নিক্ষেপ করো, অতঃপর তাদের নিকট থেকে সরে পৃথক হয়ে দেখো, তারা কি জবাব দেয় (৪৪)।'

২৯. নারী বললো, 'হে নেতৃবর্গ! নিশ্চয় আমার প্রতি এক সম্মানিত পত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে (৪৫);

৩০. নিশ্চয় তা সুলায়মান এর নিকট থেকে এবং নিশ্চয় তা আল্লাহরই নাম সহকারে। যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়;

৩১. এ যে, আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেও না (৪৬) এবং আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট হাযির হও (৪৭)।'

রুকূ' - তিন

قَالَتْ يٰۤاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْۤ اَمْرِيْ ۚ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا حَتّٰى تَشْهَدُوْنِ ﴿٣٢﴾
قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ ۙ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ ﴿٣٣﴾
قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا

৩২. (ঐ নারী) বললো, 'হে নেতৃবর্গ! আমার এ ব্যাপারে আমাকে (তোমাদের) অভিমত দাও; আমি কোন ব্যাপারে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিনা যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার নিকট উপস্থিত না হও।'

৩৩. তারা বললো, 'আমরা শক্তিশালী, অতি কঠোর যোদ্ধা (৪৮); এবং ক্ষমতা তোমারই। তুমি ভেবে দেখো কি নির্দেশ দিচ্ছো (৪৯)।'

৩৪. সে বললো, 'নিশ্চয় যখন বাদশাহ্ কোন বস্তিতে (৫০) প্রবেশ করে তখন সেটাকে বিধ্বস্ত

টীকা-৪২. এতে সূর্য পূজারীগণ, বরং সমস্ত বাতিল পূজারীদের খণ্ডন রয়েছে; যারা আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্যান্য যে কোন জিনিষের পূজা করে। উদ্দেশ্য এ যে, ইবাদতের উপযোগী শুধু তিনিই, যিনি যমীন ও আস্‌মানের সমস্ত সৃষ্টির উপর ক্ষমতা রাখেন এবং সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন। যে এমন নয় সে কোন মতেই ইবাদতের উপযোগী নয়।

টীকা-৪৩. অতঃপর হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম একটি পত্র লিখলেন। সেটার বিষয়বস্তু এ ছিলো–

"আল্লাহ্‌র বান্দা দাউদ-তনয় সুলায়মানের পক্ষ থেকে সাবা শহরের রাণী বিলক্বীসের প্রতি– আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। সালাম তারই প্রতি যে হিদায়ত গ্রহণ করে। অতঃপর বক্তব্য এ যে, তোমরা আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেওনা এবং আমার সামনে অনুগত হয়ে হাযির হও।"

সেটার উপর তিনি স্বীয় মোহর ছেপে দিলেন এবং 'হুদহুদ'কে বললেন–

টীকা-৪৪. সুতরাং 'হুদহুদ' উক্ত মহান পত্রখানা নিয়ে বিলক্বিসের নিকট পৌঁছলো। তখন বিলক্বিসের চতুর্পার্শ্বে তাঁর সভাসদবর্গ ও মন্ত্রীগণ সমবেত ছিলো। হুদহুদ উক্ত পত্রখানা বিলক্বিসের কোলের উপর নিক্ষেপ করলো। অমনি সে তা দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং সেটার উপর মোহর দেখে–

টীকা-৪৫. সে উক্ত পত্রখানাকে 'সম্মানিত' হয়ত এ জন্য বলেছিলো যে, সেটার উপর মোহর অঙ্কিত ছিলো। এ থেকে সে বুঝতে পারলো যে, পত্রখানার প্রেরক মহিমান্বিত বাদশাহ্। অথবা এ জন্য যে, এ পত্রের প্রারম্ভ আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নাম সহকারেই ছিলো।

অতঃপর সে বললো, "এ পত্রখানা কার নিকট থেকে এসেছে?" অতএব বললো–

টীকা-৪৬. অর্থাৎ আমার নির্দেশ মান্য করো এবং অহমিকা প্রদর্শন করো না যেমন কোন কোন বাদশাহ্ করে থাকে।

টীকা-৪৭. অনুগত বেশে। পত্রের এ বিষয়বস্তু শুনিয়ে বিলক্বিস আপন সভাসদবর্গের প্রতি মনোনিবেশ করলো।

টীকা-৪৮. এটা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, "যদি তোমার সিদ্ধান্ত যুদ্ধের হয়, তাহলে আমরা তজ্জন্য প্রস্তুত রয়েছি। আমরা বাহাদুর ও সাহসী, শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী। আমাদের ভারী সৈন্যদল রয়েছে, যারা যুদ্ধে অভিজ্ঞ।"

টীকা-৪৯. "হে রাণী! আমরা তোমারই অনুগত থাকবো। তোমারই নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।" এ উত্তরে তারা এ দিকে ইঙ্গিত করলো যে, তাদের অভিমত যুদ্ধ করার পক্ষে। অথবা তাদের উদ্দেশ্য এ কথা বলা, "আমরা যুদ্ধবাজ। অভিমত ও পরামর্শ আমাদের কাজ নয়। তুমি নিজেই জ্ঞানী ও দক্ষ ব্যবস্থাপক। আমরা সর্বাবস্থায়ই তোমার অনুসরণ করবো"।

যখন বিলক্বিস দেখলো যে, এ সব লোক যুদ্ধের প্রতি আগ্রহী, তখন সে তাদেরকে তাদের অভিমতের ত্রুটি সম্পর্কে অবগত করলো এবং যুদ্ধের অশুভ পরিণতির কথা তাদের সামনে তুলে ধরলো।

টীকা-৫০. স্বীয় জোর ও ক্ষমতা বলে

টীকা-৫১. হত্যাযজ্ঞ, গ্রেফতার ও অবমাননার সাথে।

টীকা-৫২. এটাই বাদশাহগণের প্রচলিত রীতি। বাদশাহ্গণের স্বভাব সম্বন্ধে যা তার জানা ছিলো, সেটারই ভিত্তিতে সে এ কথা বললো। এতে তার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, যুদ্ধ যথোচিত নয়। এতে রাজ্য ও রাজ্যবাসীদের ধ্বংসের আশংকা থাকে। এরপর সে স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো এবং বললো,

টীকা-৫৩. এ থেকে বুঝা যাবে যে, তিনি কি বাদশাহ্, না নবী! কেননা, বাদশাহ্ সসম্মানে উপহার গ্রহণ করেন। যদি তিনি বাদশাহ্ হন, তবে উপহার গ্রহণ করবেন। আর যদি নবী হন তাহলে উপহার গ্রহণ করবেন না। আর আমরা তাঁর ধর্মের অনুসরণ করা ব্যতীত তিনি অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না।

সুতরাং বিলক্বীস পাঁচশ দাস ও পাঁচশ দাসী উন্নতমানের পোশাক ও অলংকার দ্বারা সজ্জিত করে (ঘোড়ার পিঠের) স্বর্ণখচিত গদির উপর আরোহণ করিয়ে প্রেরণ করলো। আর স্বর্ণের পাঁচশ ইট, মণিমুক্তা খচিত রাজমুকুট এবং মেশ্ক ও আম্বর ইত্যাদি ইত্যাদি একটা চিঠি সহকারে আপন দূতের সাথে রওনা করলো। হুদহুদও এটা দেখে রওনা হয়ে গেলো। সেটা হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের নিকট সমস্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দিলো।

তিনি নির্দেশ দিলেন- স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট বানিয়ে নয় ফরসঙ্গ (২৭ মাইল) বিস্তৃত ময়দানে বিছিয়ে দেয়া হোক এবং এর চতুর্পার্শ্বে স্বর্ণ-রৌপ্যের উচ্চ প্রাচীর তৈরী করে দেয়া হোক। আর জল ও স্থলের সুন্দর সুন্দর পশু ও জিনের বাচ্চাদেরকে ময়দানের ডানে ও বামে উপস্থিত করা হোক!

করে দেয় এবং সেটার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে করে (৫১) অপদস্থ এবং তারা এরূপই করে (৫২)।'

৩৫. এবং আমি তাদের প্রতি একটা উপহার প্রেরণকারিণী। অতঃপর দেখবো যে, দূত কি উত্তর নিয়ে ফিরে আসে (৫৩)।'

৩৬. অতঃপর যখন সে (৫৪) সুলায়মানের নিকট আসলো, তখন তিনি বললেন, 'তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করছো? সুতরাং আমাকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন (৫৫) তা উৎকৃষ্টতর তা থেকে, যা তোমাদেরকে দিয়েছেন (৫৬); বরং তোমরাই তোমাদের উপহার নিয়ে খুশী হয়ে থাকো (৫৭)।'

৩৭. ফিরে যাও তুমি তাদের প্রতি, অবশ্যই আমরা তাদের বিরুদ্ধে ঐ সৈন্যদল নিয়ে আসবো যাদের মুকাবিলা করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না এবং অবশ্যই আমরা তাদেরকে ঐ শহর থেকে অপদস্থ করে বের করে দেবো, এভাবে যে, তারা অবনমিত হবে (৫৮)।

৩৮. সুলায়মান বললেন, 'হে সভাসদবর্গ! তোমাদের মধ্যে কে আছো, যে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসতে পারো এরই পূর্বে যে, সে আমার নিকট অনুগত হয়ে উপস্থিত হবে (৫৯)?'

وَجَعَلُوٓا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً
وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾

وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ
يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَٰنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ
فَمَآ ءَاتَىٰنِۦَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتَىٰكُم بَلْ أَنتُم
بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا
وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٣٧﴾

قَالَ يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِى بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَن يَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾

টীকা-৫৪. অর্থাৎ বিলক্বীসের দূত আপন দল সহকারে উপহার নিয়ে

টীকা-৫৫. অর্থাৎ দ্বীন, নবুয়ত, বাস্তব জ্ঞান এবং রাজত্ব

টীকা-৫৬. ধন-সম্পদ ও পার্থিব সামগ্রী;

টীকা-৫৭. অর্থাৎ তোমরা বিলাসপ্রিয় লোক। দুনিয়ার জাঁকজমকের উপর গর্ববোধ করো। আর তোমরা একে অপরের উপহারের উপর খুশী হয়ে থাকো।কিন্তু আমি না দুনিয়া দ্বারা আনন্দিত, না সেটার আমার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এতো প্রাচুর্য দান করেছেন যে, তা অন্যান্যদেরকে দেয়া হয়নি। এতদ্সত্ত্বেও আমাকে 'দ্বীন' ও 'নবুয়ত' দ্বারা ধন্য করেছেন।

এরপর হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম প্রতিনিধি দলের নেতা মান্‌যার ইবনে আমরকে বললেন, "এ উপহার নিয়ে

টীকা-৫৮. অর্থাৎ তারা যদি আমার নিকট মুসলমান হয়ে হাযির না হয় তবে এ পরিণতিই হবে। যখন রাজদূত উপহার নিয়ে বিলক্বীসের নিকট ফিরে আসলো এবং সমস্ত ঘটনা শুনালো, তখন সে বললো, "নিশ্চয় তিনি নবী হন। আর তাঁর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই।" সুতরাং সে আপন সিংহাসনটা আপন সপ্ত-মহলের সর্বপশ্চাতের মহলের মধ্যে সংরক্ষিত করে সমস্ত দরজা তালাবদ্ধ করে দিলো। আর সেটার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করে দিলো এবং হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের দরবারে হাযির হবার জন্য আয়োজন করলো। তা এ জন্য যে, সে প্রথমে দেখবে তিনি তাকে কি নির্দেশ দেন।

অতঃপর সে একটা বিরাট সৈন্যদল নিয়ে তাঁর দিকে রওনা হলো যার মধ্যে বার হাজার নবাব ছিলো। প্রত্যেক নবাবের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য ছিলো। যখন তারা এতটুকু নিকটে পৌঁছেছিলো যে, হযরতের নিকট থেকে আর শুধু এক ফরসঙ্গ (৩ মাইল) দূরত্ব বাকী ছিলো, তখন

টীকা-৫৯. এতে তাঁর উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, তার সিংহাসন হাযির করে তাকে আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও স্বীয় নবুয়তের পক্ষে প্রমাণবহ মু'জিযা দেখাবেন।

কারো কারো অভিমত হচ্ছে- তিনি চেয়েছিলেন যে, সে আসার পূর্বেই সেটার আকৃতি বদলে দেবেন। আর তা দ্বারা তার বিবেক-বুদ্ধির পরীক্ষা করবেন যে, সে তা চিনতে পারছেন কি না?

টীকা-৬০. আর তাঁর বৈঠক (সভা) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত স্থায়ী হতো।

টীকা-৬১. হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম বললেন, "আমি তা অপেক্ষাও শীঘ্র চাই।"

টীকা-৬২. অর্থাৎ তাঁর মন্ত্রী আসিফ ইবনে বারখিয়া, যিনি আল্লাহ্‌র 'ইস্‌মে-আযম' জানতেন,

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

৩৯. এক বড় দুষ্ট জিন্ বললো, 'আমি উক্ত সিংহাসন আপনার সম্মুখে উপস্থিত করে দেবো এরই পূর্বে যে, হুযূর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন (৬০) এবং আমি নিঃসন্দেহে সেটা করার ক্ষমতাসম্পন্ন বিশ্বস্ত হই (৬১)।'

قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾

৪০. ঐ ব্যক্তি আরয করলো, যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিলো (৬২), 'আমি সেটা হুযূরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই (৬৩)।' অতঃপর যখন সুলায়মান সিংহাসনটা তাঁর নিকট রক্ষিত অবস্থায় দেখতে গেলো, তখন বললো, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ থেকে; যাতে আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, না অকৃতজ্ঞ হই! বস্তুতঃ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে স্বীয় কল্যাণের জন্যই (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ) করে (৬৪), আর যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তবে আমার প্রতিপালক বে-পরোয়া, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।'

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾

৪১. সুলায়মান নির্দেশ দিলো, 'নারীর সিংহাসনটা তার সামনে আকৃতি বদলিয়ে অপরিচিত করে রেখে দাও, যাতে আমরা দেখি সে সঠিক দিশা পাচ্ছে, না তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে, যারা অনবগত।'

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

৪২. অতঃপর যখন সে আসলো, তখন তাকে বলা হলো, 'তোমার সিংহাসন কি এরূপই?' সে বললো, 'মনে হচ্ছে সেটাই (৬৫)।' এবং আমরা এ ঘটনার পূর্বেই খবর পেয়েছি (৬৬) এবং আমরা অনুগত হয়েছি (৬৭)।

وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾

৪৩. এবং তাকে নিবৃত্ত রেখেছে (৬৮) ঐ বস্তু, যা সে আল্লাহ্‌কে ব্যতীত পূজা করতো; নিশ্চয় সে কাফির লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي

৪৪. তাকে বলা হলো, 'আঙ্গিনায় প্রবেশ করো (৬৯)।' অতঃপর যখন সে সেটা দেখলো, তখন সে ওটাকে গভীর জলাশয় মনে করলো এবং আপন সাক্বদ্বয় (গোঁড়ালী থেকে হাটু পর্যন্ত) খুললো (৭০)। সুলায়মান বললেন, 'এতো এক মসৃণ আঙ্গিনা, আয়নামণ্ডিত (৭১)।' নারীটি আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার সত্তার উপর অত্যাচার করেছি

টীকা-৬৩. হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম বললেন, "নিয়ে এসো, হাযির করো।" আসিফ আরয করলেন, "আপনি নবীর পুত্র নবী। আর যে মহা মর্যাদা আপনি আল্লাহ্‌র দরবারে লাভ করেছেন তা এখানে কারো ভাগ্যে জোটেনি। আপনি দো'আ করুন, তাহলে তা আপনার নিকটই চলে আসবে।" তিনি বললেন, "তুমি সত্য বলছো।" আর তিনি দো'আ করলেন। তখনই সিংহাসনটা মাটির নীচে দিয়ে এসে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের চেয়ারের নিকটে প্রকাশ পেলো।

টীকা-৬৪. অর্থাৎ ঐ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুফল খোদ্ এ কৃতজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিই প্রত্যাবর্তন করে।

টীকা-৬৫. এ উত্তরে তার পূর্ণাঙ্গ বিবেক-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গেলো। তখন তাকে বলা হলো, "এটা তোমারই সিংহাসন। দরজা বন্ধ করা, দরজায় তালা লাগানো এবং পাহারাদার নিয়োগ করা দ্বারা কি উপকার হলো?" এর জবাবে সে বললো–

টীকা-৬৬. আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের, আপনার নবূয়তের সত্যতার– হুদহুদের ঘটনা থেকে এবং প্রতিনিধি দলের নেতার নিকট থেকে।

টীকা-৬৭. আমরা আপনার আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করেছি।

টীকা-৬৮. আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাওহীদ থেকে অথবা ইসলামের প্রতি অগ্রসর হওয়া থেকে।

টীকা-৬৯. ঐ আঙ্গিনাটা মসৃণ কাঁচের তৈরী ছিলো। এর নীচে পানি প্রবাহিত হচ্ছিলো। তাতে বিভিন্ন ধরণের মাছ ছিলো। আর এর মাঝখানে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের সিংহাসন ছিলো, সেটার উপর তিনি উপবিষ্ট হয়ে নিজ আলো বিকিরণ করছিলেন।

টীকা-৭০. যাতে পানি অতিক্রম করে হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের নিকট হাযির হয়।

টীকা-৭১. এ'তো পানি নয়। এটা শুনিবা মাত্রই বিলক্বীস আপন সাক্বদ্বয় (পায়ের গোছা দু'টু) ঢেকে নিলো। এতে সে অতীব আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলো আর সে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করলো যে, হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালামের রাজত্ব, শাসন ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌রই পক্ষ থেকে প্রদত্ত। আর ঐসব আশ্চর্যজনক

বিষয়াদিদ্বারা সে আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও তাঁর নবুয়তের পক্ষে দলীল অনুমান করেছিলো। তখন হযরত সুলায়মান আলায়হিস্ সালাম তাকে ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিলেন।

টীকা-৭২. এভাবে যে, তুমি ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করেছি, সূর্যের পূজা করেছি।

টীকা-৭৩. সুতরাং সে নিষ্ঠার সাথে 'তাওহীদ' ও 'ইসলাম' গ্রহণ করলো আর আল্লাহর বিশুদ্ধ ইবাদত অবলম্বন করলো।

টীকা-৭৪. এবং কাউকেও তাঁর শরীক স্থির করো না।

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٤٤

(৭২) এবং এখন সুলায়মানের সাথে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, যিনি সমস্ত জগতের (৭৩) প্রতিপালক।

রুকূ' - চার

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلٰى ثَمُوْدَ أَخَاهُمْ صٰلِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ يَخْتَصِمُوْنَ ۝٤٥

৪৫. নিশ্চয় আমি সামূদ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদেরই স্বগোত্রীয় লোক সালিহকে প্রেরণ করেছি; তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত করো(৭৪)। অতঃপর তখন তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেলো (৭৫) বিতর্কে লিপ্ত হয়ে (৭৬)।

قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝٤٦

৪৬. সালিহ বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়! কেন অকল্যাণকে ত্বরান্বিত করছো (৭৭) মঙ্গলের পূর্বে (৭৮)? আল্লাহ্র নিকট কেন ক্ষমা প্রার্থনা করছো না (৭৯)? হয়ত তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হবে (৮০)।'

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ۝٤٧

৪৭. তারা বললো, 'আমরা অমঙ্গলের কারণ মনে করি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে (৮১)।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট তোমাদের কাজই তোমাদের অশুভ লক্ষণের কারণ (৮২); বরং তোমরা ফিৎনায় আপতিত হয়ে আছো (৮৩)।'

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝٤٨

৪৮. এবং শহরের মধ্যে নয়জন লোক ছিলো (৮৪) যারা ভূ-পৃষ্ঠে অশান্তি সৃষ্টি করতো এবং সংশোধন চাইতো না।

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَأَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهٖ وَإِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝٤٩

৪৯. পরস্পরের মধ্যে আল্লাহ্র নামে শপথ করে বললো, 'আমরা অবশ্যই অতর্কিতে আক্রমণ করবো রাত্রি বেলায় সালিহ্ ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর (৮৫)।' অতঃপর তাঁর উত্তরাধিকারীদেরকে (৮৬) বলবো, 'এ পরিবার-পরিজনকে হত্যা করার সময় আমরা উপস্থিত ছিলাম না এবং আমরা নিশ্চয় সত্যবাদী।'

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝٥٠

৫০. এবং তারা নিজেদের মতোই চক্রান্ত করলো এবং আমি আপন গোপন ব্যবস্থাপনা করলাম (৮৭), আর তারা অনবহিতই রয়ে গেলো।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

৫১. অতএব দেখো, কেমন পরিণতি হয়েছে

টীকা-৭৫. একদল ঈমানদার আর একদল কাফির।

টীকা-৭৬. প্রত্যেক দলই নিজেদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করতে লাগলো, আর তারা পরস্পর বিতর্ক করতো। কাফির দলটি বললো, "হে সালিহ্! যে শাস্তির আপনি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তা নিয়ে আসুন, যদি আপনি রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত হোন।"

টীকা-৭৭. অর্থাৎ বালা-মুসীবত ও শাস্তি।

টীকা-৭৮. 'মঙ্গল' দ্বারা 'সুস্বাস্থ্য' এবং 'রহমত' বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৭৯. শাস্তি অবতীর্ণ হবার পূর্বে কুফর থেকে তাওবা করে ঈমান এনে!

টীকা-৮০. এবং পৃথিবীতে শাস্তি দেয়া হবে না।

টীকা-৮১. হযরত সালিহ আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম যখন প্রেরিত হলেন এবং সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে অস্বীকার করলো, সে কারণেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেলো, দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো এবং লোকেরা অনাহারে মরতে লাগলো। এ সবের জন্য তারা হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের শুভাগমনকে দায়ী করলো এবং তাঁর আগমনকে অমঙ্গল মনে করলো।

টীকা-৮২. হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন, "অমঙ্গল যা তোমাদের নিকট এসেছে তা তোমাদের কুফরের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে।"

টীকা-৮৩. পরীক্ষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে, অথবা আপন ধর্মের কারণে শাস্তিতে আক্রান্ত হয়েছো।

টীকা-৮৪. অর্থাৎ সামূদ সম্প্রদায়ের শহরে, যার নাম 'হিজ্‌র'। তাদের অভিজাতগণের সন্তানদের মধ্য থেকে নয় ব্যক্তি ছিলো। তাদের নেতা ছিলো

ক্বিদার ইবনে সালিফ। তারাই হচ্ছে এমনসব লোক, যারা উষ্ট্রীর গোছগুলো কেটে ফেলার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলো।

টীকা-৮৫. অর্থাৎ রাতের বেলায় তাঁকে ও তাঁর সন্তানদেরকে এবং তাঁর অনুসারীদেরকে, যাঁরা তাঁর উপর ঈমান এনেছে, হত্যা করে ফেলবো।

টীকা-৮৬. তাঁদের খুনের বদলা তলব করার যাদের অধিকার থাকবে,

টীকা-৮৭. অর্থাৎ তাদের চক্রান্তের এ প্রতিফল দিয়েছি যে, তাদের শাস্তিকেই ত্বরান্বিত করেছি।

টীকা-৮৮. অর্থাৎ ঐ নয় ব্যক্তিকে। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ রাত্রিতে হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের ঘরবাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ফিরিশ্‌তাদের প্রেরণ করলেন। তখন ঐ নয় ব্যক্তি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে খোলা তরবারি হাতে নিয়ে হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের দরজায় আসলো, ফিরিশ্‌তাগণ তাদের প্রতি পাথরবর্ষণ করলেন। ঐ পাথর তাদের গায়ে লাগতো, কিন্তু নিক্ষেপকারী নজরে আসতো না। এ ভাবেই এ নয়জনকে ধ্বংস করেছেন।

مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةًۢ بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾

وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖۤ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ﴿٥٤﴾

اَئِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ﴿٥٥﴾

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖۤ اِلَّاۤ اَنْ قَالُوْۤا اَخْرِجُوْۤا اٰلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۚ اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿٥٦﴾

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اِلَّا امْرَاَتَهٗ ۫ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿٥٧﴾

وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿٥٨﴾ ع

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٥٩﴾

তাদের চক্রান্তের। আমি ধ্বংস করে দিয়েছি তাদেরকে (৮৮) এবং তাদের সমগ্র সম্প্রদায়কে (৮৯)।

৫২. সুতরাং এই হচ্ছে তাদের ঘরবাড়ী– জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে, বদলা তাদের অত্যাচারের। নিশ্চয় তাতে নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।

৫৩. এবং আমি তাদেরকে উদ্ধার করে নিয়েছি যারা ঈমান এনেছে (৯০) এবং ভয় করতো (৯১)

৫৪. এবং লূতকে; যখন সে আপন সম্প্রদায়কে বললো, 'তোমরা কি অশ্লীল কাজ করছো (৯২) এবং তোমরা অনুধাবন করছো (৯৩)?

৫৫. তোমরা কি পুরুষদের নিকট যৌন-প্রবৃত্তি সহকারে যাচ্ছো নারীদেরকে ছেড়ে (৯৪)? বরং তোমরা হও অজ্ঞ লোক (৯৫)।'

৫৬. সুতরাং তার সম্প্রদায়ের কোন উত্তর ছিলো না, কিন্তু এ যে, তারা বললো, 'লূতের পরিবার-পরিজনকে আপন বস্তি থেকে বের করে দাও! এসব লোক তো পবিত্রতা চাচ্ছে (৯৬)!'

৫৭. অতঃপর আমি তাকে ও তার পরিবার-পরিজনকে উদ্ধার করেছি; কিন্তু তার স্ত্রীকে আমি রুখে দিয়েছি যেন সে যারা রয়ে গিয়েছিলো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয় (৯৭)।

৫৮. এবং আমি তাদের উপর এক বৃষ্টি বর্ষণ করেছি (৯৮); সুতরাং তা কতই মন্দ বর্ষণ ছিলো ভয়-প্রদর্শিতদের জন্য!

রুকূ' – পাঁচ

৫৯. আপনি বলুন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই (৯৯) এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর (১০০)।' শ্রেষ্ঠ কি আল্লাহ (১০১), না তাদের গড়া শরীক (১০২)? ★

টীকা-৮৯. বিকট শব্দ দ্বারা।

টীকা-৯০. হযরত সালিহ্ আলায়হিস্ সালামের প্রতি

টীকা-৯১. তাঁর অবাধ্যতাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিলো চার হাজার।

টীকা-৯২. এ অশ্লীলতা দ্বারা তাদের অপকর্ম (পায়ুসঙ্গম) বুঝানো হয়েছে।

টীকা-৯৩. অর্থাৎ এ অপকর্মের কুফল সম্পর্কে অবগত রয়েছো। অথবা এই অর্থ যে, 'একে অপরের সম্মুখে পর্দার আড়ালে ছাড়া, প্রকাশ্যভাবেই বলাৎকারীতে লিপ্ত হচ্ছো'। অথবা অর্থ এ যে, 'তোমরা তোমাদের পূর্বেকার যুগ থেকেই অবাধ্য লোকদের ধ্বংস ও তাদের শাস্তির নিদর্শনসমূহ দেখতে পাচ্ছো। এতদ্‌সত্ত্বেও কি ঐ অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছো?'

টীকা-৯৪. অথচ পুরুষদের জন্য নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষদের জন্য পুরুষদেরকে এবং নারীদের জন্য নারীদেরকে সৃষ্টি করা হয়নি। কাজেই, এই অপকর্মটা আল্লাহর সৃষ্টি-রহস্যের পরিপন্থী।

টীকা-৯৫. যারা এমন অপকর্ম করছো।

টীকা-৯৬. এবং এ অশ্লীল কাজ করতে নিষেধ করছেন।

টীকা-৯৭. শাস্তিতে

টীকা-৯৮. পাথরের;

টীকা-৯৯. এতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে যেন পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংসের উপর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন।

টীকা-১০০. অর্থাৎ নবীগণ ও রসূলগণের উপর। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আন্‌হুমা বলেন, 'মনোনীত বান্দাগণ' দ্বারা হুযূর বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কথা বুঝানো হয়েছে।

টীকা-১০১. খোদার ইবাদতকারীদের জন্য, যাঁরা একমাত্র তাঁরই জন্য ইবাদত করেন এবং তাঁর উপর ঈমান আনেন; আর তিনি তাঁদেরকে শাস্তি ও ধ্বংস থেকে উদ্ধার করবেন।

টীকা-১০২. অর্থাৎ প্রতিমা, যেগুলো আপন পূজারীদের কোন কাজে আসতে পারেনা। সুতরাং যখন সেগুলোর মধ্যে কোন মঙ্গল নেই, কাজেই সেগুলো কোন উপকারই করতে পারেনা, সুতরাং সেগুলোর পূজা করা ও উপাস্য বলে মেনে নেয়া নিতান্তই অমূলক। এর পর কয়েকটা শ্রেণীর উল্লেখ করা হচ্ছে যে গুলো আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও তাঁর পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। ★

****

★ উনবিংশতিতম পারা সমাপ্ত।